دُعَاءُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

পবিত্র

আল-কুরআনের দু'আ

মো. আব্দুর রহীম খান

دُعَاءُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

পবিত্র আল-কুরআনের
দু'আ

মো. আব্দুর রহীম খান
সচিব, শরীয়াহ্ সুপারভাইজরী কমিটি
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

পবিত্র আল-কুরআনের দু'আ

মো. আব্দুর রহীম খান

প্রকাশক

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন # ৬৩৭৫২৩ মোবাইল # ০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্স # ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪ মোবাইল # ০১৭১১-৮১৬০০১

গ্রন্থ স্বত্ব

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০১৫ ঈসায়ী
জমাদিউস সানি ১৪৩৬ হিজরী

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স # ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ

ডিজাইন ওয়ান লিঃ

হাদিয়া ঃ ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০ মোবাইল # ০১৭১১-৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ মোবাইল # ০১৭১১-৮১৬০০১
১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন # ৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন # ৯৫৭৪৫৯০

POBITTRA AL-QURANER DUA Written by **Md. Abdur Rahim Khan,** Published by Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Niaz Mangil, 922 Jubilee Road, Chittagong and 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000 First Edition April 2015

Price : 50.00 (Fifty) Tk. Only. US$ 02.00 **ISBN–984-70241-0085-6**

دُعَاءُ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ

পবিত্র আল-কুরআনের
দু'আ

সূচিপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	প্রসঙ্গ কথা	৪-৭
০২	প্রকাশকের কথা	৮
০৩	আল-কুরআনে দু'আ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী	৯-১০
০৪	আল-হাদীসে দু'আ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী	১১-২৩
০৫	পবিত্র আল-কুরআনের দু'আসমূহ (১-১০৫ নং দু'আ)	২৪-৬২
০৬	গ্রন্থপঞ্জি	৬৩-৬৪

প্রসঙ্গ কথা

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ. رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ. اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّ لَااُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا.

মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাদেরকে হেদায়াতের পথে চলার জন্য প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন। তারপর যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলগণের (আ.) উপর আসমানী সহিফা-কিতাব নাযিল করেন। সেই নবী-রাসূল ও কিতাব প্রেরণের পরম্পরায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং আল-কুরআন পূর্ণাঙ্গতাসহ সর্বশেষ আসমানী কিতাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য যে নসীহত করেন তন্মধ্যে অন্যতম ছিল-

وَاِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَالَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهٗ اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ كِتَابَ اللّٰهِ.

'আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকো তবে কখনও বিপথগামী হবে না, তা হলো আল্লাহ্র কিতাব'-আল-কুরআন-(সহীহ্ মুসলিম-৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল হজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং-২৮১৫, আবু দাউদ শরীফ-৩য় খণ্ড, কিতাবুল মানাসিক-হজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং-১৯০৩ এবং সুনান ইবনে মাজা-৩য় খণ্ড, কিতাবুল মানাসিক-হজ্জ অধ্যায়, হাদীস নং-৩০৭৪)

এ আল-কুরআন-যা চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, আসমান-যমীন ও তার মাঝে সকল কিছুর সৃষ্টি ও সংরক্ষণকারী, আসমান-যমীনে সার্বভৌমত্বের অধিকারী, সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতিপালনকারী, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল, কঠোর শাস্তিদাতা, সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, অতি নিকটবর্তী, বিপদ-আপদে একমাত্র ফরিয়াদ শ্রবণকারী, তওবা কবুলকারী, একমাত্র মা'বুদ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সকল কিছুর সাক্ষী মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে প্রেরিত এক সুস্পষ্ট কিতাব। এ কিতাব সম্পর্কে স্বয়ং মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ. هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. 'এটা এমন কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহ্ ভীরুদের জন্য এ কিতাব মুক্তির দিশারী'-(সূরা ২ আল-বাকারা : ২)

এ কিতাবে নফসের যুলুম থেকে মুক্তি, শয়তানের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি, রাষ্ট্র ক্ষমতাপ্রাপ্তি, সুখময় পরিবার পরিচালনা, আল্লাহ্‌র শুকরিয়া প্রকাশ, আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা হেদায়াতপ্রাপ্তি, জ্ঞান-সুখ্যাতি বৃদ্ধি, এমনকি পৃথিবীর যানবাহনে চলাকালীন আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনায় রয়েছে বিভিন্ন দু'আ। বিশেষভাবে কাফিরদের অত্যাচার-নির্যাতন ও মিথ্যাচারে নবী-রাসূলগণ (আ.) যেভাবে আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য কামনা করেছেন–রয়েছে সেসব দু'আ। আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহে এ দু'আগুলো কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল ঈমানদারদের আল্লাহ্‌র দরবারে সাহায্য কামনা ও প্রার্থনায় আল-কুরআনের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। দুনিয়ায় ঈমানসহ হেদায়াতের পথে অটল-অবিচল থাকতে ও আখিরাতের কঠিন ভয়াবহ আযাব থেকে নিশ্চিত মুক্তিতে এসব দু'আর কোন সমকক্ষ কিংবা বিকল্প দু'আ নেই। এসব দু'আ মানুষের হৃদয়ে ঈমান এবং তাকওয়া বৃদ্ধি করে। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত সুস্পষ্ট, নির্ভেজাল ও সন্দেহমুক্ত কিতাব পবিত্র আল-কুরআনের দু'আর এ সংকলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে পৃথিবীর জীবনে আমরা আমাদের প্রয়োজনে এসব দু'আগুলোর মাধ্যমে সর্বোত্তম ভাষায় আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে দুনিয়া-আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারি। পাশাপাশি আল-কুরআন থেকে বিমুখতায় আল্লাহ্‌ কর্তৃক ঘোষিত وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى. 'আর যে আমার উপদেশবাণী (আল-কুরআন) থেকে বিমুখ হবে তার পার্থিব জীবন হবে অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে উঠাবো অন্ধ করে'–(সূরা ২০ ত্ব-হা : ১২৪) কিংবা আল-কুরআনকে অব্যবহৃত-পরিত্যক্ত হিসেবে ফেলে রাখায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) কর্তৃক কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا. 'আর রাসুল বলবেন, হে আমার প্রভু, নিশ্চয়ই আমার লোকেরা এ কুরআনকে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখেছিল'–(সূরা ২৫ আল-ফুরকান : ৩০) থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার্থে আল-কুরআনের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির প্রয়াসে এ সংকলন। এছাড়াও اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ. 'আল্লাহ্‌ কি তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নন'?–(সূরা-৩৯ আয-যুমার : ৩৬) অবশ্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাঁর কাছে দু'আ চাওয়ার মাধ্যমেও আমরা একথার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করতে পারি। দু'আ প্রসঙ্গে পবিত্র আল-কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ্‌ তা'আলার বিভিন্ন বাণী ও সহীহ্‌ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর উল্লিখিত বাণীসমূহ পড়লেও দু'আর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুমেয় হবে। সংকলনটিতে দু'আগুলো আল-কুরআনের সূরার ক্রমানুসারে এবং প্রয়োজনীয় টীকা ও সহীহ্‌ হাদীসের রেফারেন্সসহ সাজানো রয়েছে।

যুগে যুগে মুশরিক ও ধর্মান্ধ চালাক-চতুর লোকেরা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়েছিল–যা আমাদের সমাজেও বিদ্যমান রয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র দরবার সাধারণ মানুষের নাগাল থেকে অনেক দূরে, ফলে তাঁর দরবারে সরাসরি মানুষের আর্জি-প্রার্থনা পৌঁছা অসম্ভব, আর পৌঁছাই যখন অসম্ভব তখন তাঁর নিকট থেকে প্রার্থিত বস্তুর প্রাপ্তি তো কখনই সম্ভব হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাক-পবিত্র কিছু রূহের অসিলা তালাশ করা না হয় কিংবা তাদের নির্দেশিত পন্থায় খেদমত করা না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আল-কুরআনে এসব কুট-কৌশলীদের মস্তবড় খাড়াকৃত শৃংখল চূর্ণ করে বলেছেন, 'আমি তোমাদের খুবই নিকটে, তোমাদের প্রার্থনা শুনি এবং তার জবাব দানকারী। তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো'–(সূরা ২ আল-বাকারা : ১৮৬, সূরা ১১ হুদ : ৬১, সূরা ১৪ ইব্রাহীম : ৩৯, সূরা ৪০ আল-মু'মিন : ৬০)। এক্ষেত্রে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'আলাকে পেতে কিংবা তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনায় মূর্খতা, ধর্মান্ধতার ঈমানহারা চোরা গলিপথে না যাই, বরং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশমতো তাঁকে আমাদের প্রকৃত ওলী, সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক, অভিভাবক ও কর্মবিধায়ক-উকিল হিসেবে গ্রহণ করে (সূরা ২ আল-বাকারা : ১০৭, ২৫৭, সূরা ৩ আলে-ইমরান : ১৭৩, সূরা ৮ আল-আনফাল : ১০, সূরা ৯ তওবা : ১১৬, সূরা ১২ ইউসুফ : ১০১, সূরা ১৮ আল-কাহাফ : ২৬, সূরা ২২ আল-হাজ্জ্ব : ৭৮, সূরা ৪৭ মুহাম্মদ : ১১ ও সূরা ৭৩ মুয্যাম্মিল : ৯) সরাসরি দিনের আলোতে কিংবা রাতের আঁধারে একান্ত নিভৃতে আমরা তাঁর সাথে কথা বলি এবং আমাদের নিবেদন পেশ করি, যেহেতু তিনিই তাঁর প্রত্যেক বান্দার প্রার্থনার জবাব সরাসরি দান করেন। তাই নবী-রাসূলগণ (আ.) পৃথিবীর সকল মানুষকে সকল বিষয়ে সরাসরি মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনায় উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করতেন।

এ কিতাব পৃথিবীর সকল মানুষকে হেদায়াত, রহমত ও সকল আত্মিক এবং শারীরিক রোগের আরোগ্যতা দানকারী কিতাব হিসাবে প্রেরিত। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,..مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ... (আল-কুরআন)-'যা মু'মিনদের জন্য শিফা (রোগ নিরাময়কারী) এবং রহমত'–(সূরা ১৭ বনী ইসরাইল : ৮২)

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'উত্তম আরোগ্য দানকারী হলো আল-কুরআন'–(সুনান ইবনে মাজা ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুত তিব্ব-চিকিৎসা অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫০১)।

অন্য হাদীসে বলেন, 'দুই আরোগ্যদানকারী বস্তু অবশ্যই তোমাদের গ্রহণ করা উচিত–মধু ও আল-কুরআন'–(সুনান ইবনে মাজা ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুত তিব্ব-চিকিৎসা অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৫২)। এক কথায় পবিত্র আল-কুরআন পৃথিবীর সকল মানুষের দুনিয়া-আখিরাতে মুক্তি ও সফলতার জন্য যাবতীয়, প্রয়োজনীয় এবং যুক্তিসঙ্গত সকল নীতিমালা সবচেয়ে সহজভাবে, সকলের বোধগম্য করে এবং হেদায়েত সম্বলিত মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত পূর্ণাঙ্গতাসহ সর্বশেষ আসমানী কিতাব।

পরিশেষে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক উল্লিখিত নবী-রাসূলগণের (আ.) মুখ নিঃসৃত এসব দু'আর চেয়ে উত্তম শব্দে, ভাষায়, আকুতিতে কিংবা হৃদয় নিংড়ানো কোন প্রার্থনা পৃথিবীতে আর কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। কেননা নবী-রাসূলগণের (আ.) চেয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে বেশী স্মরণকারী, বেশী ভয়কারী, সবরকারী কিংবা আল্লাহ্‌র মকবুল ও ভালবাসার পাত্র আর কেউ হতে পারেনি এবং পারবে না। তাই আসুন, আমরা সকলে পবিত্র আল-কুরআনের এসব দু'আর মাধ্যমে সেই মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নতশিরে প্রতিনিয়ত দুনিয়া-আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি–যাঁর হাতে পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণীর কপালের চুলের ঝুঁটি ও প্রাণ নিবদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে কবুল করুন এবং কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও আল-কুরআনের সুপারিশসহ তাঁর সন্তুষ্টির মাধ্যমে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন, আমীন।

(মো. আব্দুর রহীম খান)
১৬ জমাদিউস সানি ১৪৩৬ হিজরী
৬ এপ্রিল ২০১৫ ঈসায়ী

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীর মানুষকে হেদায়েতের পথে পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব-আল কুরআন। এ কিতাবে মানব জীবনের দুনিয়া-আখিরাতের সকল দিকের সফলতার জন্য চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে যুগে যুগে প্রেরিত নবী-রাসূল ও তাঁদের সহযোগিরা যেভাবে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছেন–সেসব প্রার্থনা ও দু'আ মহান আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে আল-কুরআনে সংরক্ষণ করেছেন–যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল ঈমানদাররা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনায় এ দু'আগুলো ব্যবহার করতে পারে। নবী-রাসূলগণের (আ.) মুখ নিঃসৃত এসব দু'আর চেয়ে উত্তম শব্দে, ভাষায় ও আকুতিতে কোন প্রার্থনা পৃথিবীতে আর কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না–কেননা তাদের চেয়ে আল্লাহ্‌কে বেশী স্মরণকারী, বেশী ভয়কারী, সবরকারী কিংবা মকবুল ভালবাসার পাত্র আর কেউ ছিল না এবং হবেও না। লেখক কুরআন ও হাদীস হতে দু'আর গুরুত্বসহ তার এরূপ ভাবনা থেকে আল-কুরআনের এ দু'আর সংকলনটি করেছেন। সাথে সাথে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে এ দু'আগুলো আল-কুরআনের সূরার ক্রমানুসারে এবং প্রয়োজনীয় টীকা ও সহীহ্ হাদীসের রেফারেন্সসহ হাদীসের নম্বর জ্ঞানপিপাসু পাঠকদের জন্য সংযোজন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার আসমানী কিতাব পবিত্র আল-কুরআন-এর দু'আর এ সংকলনটি পৃথিবীর সকল মানুষকে দুনিয়ায় ঈমানসহ হেদায়েতের পথে অটল-অবিচল থাকতে এবং আখিরাতের কঠিন ভয়াবহ আযাব ও জাহান্নাম থেকে মুক্তিতে সহায়তা করুক–এ কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা লেখকের এ সংকলন ও আমাদের এ প্রকাশনাকে কবুল করুন এবং আমাদের সকল ভাল কাজে বরকত ও সাহায্য করুন, আমীন।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

আল-কুরআনে দু'আ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ، أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ، فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ .

১. যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (হে মুহাম্মদ, তুমি তখন বল) আমি তাদের নিকটেই আছি। কোন আহ্বানকারী (দু'আ-প্রার্থনাকারী) যখন আমাকে ডাকে, আমি (কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি) তার ডাক (দু'আ-প্রার্থনা) শুনি এবং তাতে সাড়া দেই; সুতরাং তারাও যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয় (আমার হুকুম পালন করে) এবং আমার প্রতি ঈমান রাখে, যাতে করে তারা সঠিক পথে পরিচালিত হয়। (সূরা ২ আল-বাকারা : ১৮৬)

قُلْ أَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ، وَأَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ، كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوْدُوْنَ .

২. বল; আমার প্রভু, ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা প্রত্যেক মসজিদে (সালাতে) তোমাদের লক্ষ্য স্থির করবে এবং আল্লাহ্র জন্যে আনুগত্য একনিষ্ঠ করে তাকে ডাকবে। তিনি তোমাদের প্রথম যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা ঠিক সেভাবেই ফিরে আসবে। (সূরা ৭ আল-আ'রাফ : ২৯)

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ .

৩. তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাকো বিনয়ের সাথে এবং গোপনে, সীমালংঘনকারীদের তিনি পছন্দ করেন না। (সূরা ৭ আল-আ'রাফ : ৫৫)

إِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ .

৪. অবশ্যই আমার প্রভু অতি নিকটে এবং ডাকে সাড়াদানকারী। (সূরা ১১ হুদ : ৬১)

إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ .

৫. নিশ্চয়ই আমার প্রভু দু'আ শুনে থাকেন। (সূরা ১৪ ইব্রাহীম : ৩৯)

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ .

৬. হে আমার প্রভু, আমাকে নামায কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের থেকেও, হে আমাদের প্রভু, আমার দু'আ কবুল কর। **(সূরা ১৪ ইব্রাহীম : ৪০)**

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا .

৭. হে নবী, বল, তোমরা আমার প্রভুকে না ডাকলে তার কিছুই আসে যায় না। তোমরা তো প্রত্যাখ্যানই করেছো, এখন অচিরেই তোমাদের প্রতি নেমে আসবে অপরিহার্য আযাব। **(সূরা ২৫ আল-ফুরকান : ৭৭)**

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ۗ

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ .

৮. তিনিই কি (একমাত্র ইলাহ্) নন, যিনি অশান্ত হৃদয় প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেন এবং দূর করে দেন তার বিপদ-আপদ? তিনিই তো তোমাদের পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) বানিয়েছেন; আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি ? তোমরা খুব কমই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকো। **(সূরা ২৭ আন-নামল : ৬২)**

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ

سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ .

৯. তোমাদের প্রভু বলেছেন : তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো; নিশ্চয়ই যারা অহংকারে আমার ইবাদতবিমুখ, শীঘ্রই তারা প্রবেশ করবে জাহান্নামে অপদস্থ হয়ে। **(সূরা ৪০ আল- মু'মিন : ৬০)**

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ .

১০. ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় বিভ্রান্ত আর কে, যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম হবে না? এবং তারা তাদের আহবান সম্বন্ধে অনবহিত। **(সূরা ৪৬ আল-আহকাফ : ৫)**

আল-হাদীসে দু'আ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

১. নো'মান ইবনে বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, দু'আ হল ইবাদত। অতঃপর তিনি পড়েন : 'তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, নিশ্চিত তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'। **(জামে আত-তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, তাফসীরুল কুরআন অধ্যায়, হাদীস নং-৩১৮৫, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩০৯, সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮২৮)**

২. ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার জন্য দু'আর দ্বার উন্মুক্ত করা হল, মূলত তার জন্য রহমতের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করা হল। আল্লাহ্র কাছে যা কিছু চাওয়া হয়, তার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা তাঁর কাছে অধিক প্রিয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে বিপদ-মুসীবত এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি, তাতে দু'আয় উপকার হয়। অতএব হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, তোমরা দু'আকে অপরিহার্য করে নাও। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৭৮)**

৩. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'আর চাইতে কোন জিনিস আল্লাহ্র কাছে অধিক সম্মানিত নয়। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩০৭, সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮২৯)**

৪. আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'আ হল ইবাদতের মূল বা সার। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩০৮)**

৫. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্র কাছে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট কিছু পাওয়ার জন্য প্রার্থনা ভালবাসেন। আর সর্বোত্তম ইবাদত হলো দু'আ কবুল হওয়ার প্রতীক্ষায় থাকা। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫০২)**

৬. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট চায় না, আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট হন। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস-৩৩১০, সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮২৭)**

৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিপদাপদ ও সংকটের সময় আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় অধিক পরিমাণে দু'আ করে। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩১৮)**

৮. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমরা কবুল হওয়ার পূর্ণ আস্থা সহকারে আল্লাহ্র কাছে দু'আ কর। তোমরা জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অমনোযোগী ও অসাড় অন্তরের দু'আ কবুল করেন না। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪১১)**

৯. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমাকে যেরূপ ধারণা করে আমি (তার জন্য) তদনুরূপ। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথেই থাকি। সুতরাং সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি, সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করলে আমিও তাকে তাদের চাইতে উত্তম (ফেরেশতাদের) মজলিসে স্মরণ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার দিকে এক বাহু অগ্রসর হই। সে আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫৩৩)**

১০. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যত রকম দু'আ করে তার মধ্যে 'হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট দুনিয়া আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করি'-এ দু'আর চেয়ে উত্তম কোন দু'আ নেই। **(সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮৫১)**

১১. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যখন আল্লাহ্র নিকট দু'আ করবে, তখন তোমার দুই হাতের তালু উপরের দিকে রেখে দু'আ করবে, দুই হাতের পিঠ উপর দিকে রেখে দু'আ করবে না। তুমি দু'আ শেষ করে হাতের তালুদ্বয় তোমার মুখমন্ডলে মাসেহ করবে। **(সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮৬৬)**

১২. সাবিত আল-বুনানী (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার প্রয়োজন পূরণের জন্য তার রবের কাছে প্রার্থনা করে, এমনকি তার লবণের জন্যও, তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তার জন্যও তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫৪৩)**

১৩. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, বান্দার সেজদারত অবস্থাই তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের সর্বোত্তম অবস্থা (মুহূর্ত)। অতএব তোমরা সেজদায় অধিক পরিমাণ দু'আ পড়। **(সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সালাত অধ্যায়, হাদীস নং-৯৭৬)**

১৪. আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল, কোন্ সময়ের দু'আ অধিক কবুল (শ্রবণ করা) হয় ? তিনি বললেন, শেষ রাতের মধ্য ভাগের এবং ফরয নামাযসমূহের পরের দু'আ। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৩১)**

১৫. উবাই ইবনে কাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো জন্য দু'আ করলে প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩২১)**

১৬. সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, দানশীল। তাঁর কোন বান্দা নিজের দুই হাত তুলে তাঁর নিকট দু'আ করলে তিনি তার শূন্যহাত বা তাকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৮৭, সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮৬৫)**

১৭. আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, কোন্ দু'আ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট দুনিয়া-আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। অতঃপর সে দ্বিতীয় দিন তার নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কোন্ দু'আ সর্বোত্তম? তিনি বললেন, তুমি তোমার প্রভুর নিকট দুনিয়া-আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। অতঃপর সে তৃতীয় দিন তাঁর নিকট এসে বললো হে আল্লাহ্‌র নবী ! কোন্ দু'আ সর্বোত্তম ? তিনি বলেন, তুমি তোমার রবের নিকট দুনিয়া-আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। যদি তোমাকে দুনিয়া-আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা দান করা হয়, তাহলে তুমি পরম সাফল্য লাভ করলে। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৪৪, সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮৪৮)**

১৮. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় প্রতিরোধ করবে। নতুবা অবিলম্বে আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাঁর আযাব নাযিল করবেন। তখন তোমরা তাঁর কাছে দু'আ করলেও তিনি তোমাদের দু'আ কবুল করবেন না। **(জামে আত-তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, আবওয়াবুল ফিতান-ফলহ ও বিপর্যয় অধ্যায়, হাদীস নং-২১১৫)**

১৯. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের যে কোন লোকের দু'আই কবুল হয়ে থাকে, যাবত না সে তাড়াহুড়া করে বলতে থাকে, আমি দু'আ তো করলাম কিন্তু কবুল হয়নি। **(সহীহ্ আল-বুখারী, ৫ম খণ্ড, কিতাবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৫৮৯৫, জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩২৩ ও সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮৫৩)**

২০. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোন লোক আল্লাহ্‌র কাছে কোন দু'আ করলে তার দু'আ কবুল করা হয়। হয় সে ত্বরিত দুনিয়াতেই তার ফল

পেয়ে যায়, অথবা তা তার আখেরাতের পাথেয় হিসেবে সঞ্চিত রাখা হয়, অথবা তার দু'আর সম-পরিমাণ গুনাহ বিলুপ্ত করা হয়–যাবত না সে পাপ কাজ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ করে অথবা দু'আ কবুলের জন্য তড়িঘড়ি করে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, তড়িঘড়ি করে কিভাবে? তিনি বলেন, সে বলে, আমি আমার রবের কাছে দু'আ করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার দু'আ কবুল করেননি। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫৩৭)**

২১. ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা অবস্থায় (মসজিদে) ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়ল, তারপর বলল,'হে আল্লাহ্, আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে নামাযী, তুমি তো তাড়াহুড়া করলে। যখন তুমি নামায শেষ করে বসবে তখন প্রথমে আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত প্রশংসা করবে এবং আমার উপর দরূদ ও সালাম পেশ করবে, তারপর আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে। রাবী বলেন, এরপর আরেক ব্যক্তি এসে নামায পড়ে প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করল, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম পেশ করল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, হে নামাযী, এবার দু'আ কর, কবুল করা হবে। **[আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠ করেই তাই দু'আ শুরু করা উচিত।]** **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪১০)**

২২. সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দু'আ ব্যতীত আর কিছুই তাকদীর রদ করতে পারে না এবং সৎকাজ ব্যতীত আর কিছুই আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে না। **(জামে আত-তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, আবওয়াবুল ক্বদর-তাকদীর বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-২০৮৬, সুনান ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, মুকাদ্দামা-ভূমিকা অধ্যায়, হাদীস নং-৯০)**

২৩. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সর্বোত্তম যিকির এবং 'আলহামদু লিল্লাহ্' সর্বোত্তম দু'আ। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩১৯)**

২৪. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, কোন লোক (আল্লাহ্‌র নিকট) কোন কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তাকে তা দান করেন অথবা তদানুপাতে তার থেকে কোন অমঙ্গল প্রতিহত করেন, যাবত না সে কোন পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, কিংবা আত্মীয়তার

সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দু'আ করে। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩১৭)** উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আরও বলা হয়েছে, উপস্থিত লোকদের একজন বলল, তাহলে আমরা খুব বেশি বেশি দু'আ করতে পারি। তিনি (রাসূল) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার চেয়েও অধিক কবুলকারী। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫০৪)**

২৫. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দু'আ করার সময় তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন, তিনি হাত দ্বারা তাঁর মুখমন্ডল মর্দন না করা পর্যন্ত নামাতেন না। মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় আছে, তাঁর মুখমন্ডল না মোছা পর্যন্ত তিনি হাত দু'খানা সরিয়ে নিতেন না। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩২)**

২৬. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) অধিকাংশ সময় এ দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

আল্লাহুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্ না-র।

'হে আমাদের প্রভু, দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো'। **(সহীহ্ আল-বুখারী, ৫ম খণ্ড, কিতাবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৫৯৪১)**

২৭. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দু'আ করার সময় উভয় হাত উপরে উঠাতে দেখেছি, এতে তাঁর বগলের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। **(সহীহ্ মুসলিম, ৩য় খণ্ড, ইস্তিসকার নামায অধ্যায়, হাদীস নং-১৯৫১)**

২৮. শাহ্র ইবনে হাওশাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা.)-কে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার নিকট অবস্থানকালে প্রায়শ কোন্ দু'আটি পড়তেন? উম্মে সালামা (রা) বলেন, তিনি প্রায়শ এ দু'আ পড়তেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ.

ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুব, ছাব্বিত ক্বাল্বী আ'লা দ্বী-নিক।

'হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির রাখ'।

উম্মু সালামা (রা.) বলেন,আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি প্রায়শ 'হে অন্তর সমূহ পরিবর্তনকারী, আমার অন্তর তোমার দ্বীনের উপর স্থির রাখ' দু'আটি কেন পড়েন ? তিনি বললেন, হে উম্মু সালামা! এমন কোন মানুষ নেই যার অন্তর আল্লাহ্‌র দুই আঙ্গুলের মাঝখানে অবস্থিত নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা (দ্বীনের উপর) স্থির রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা (দ্বীন থেকে) বাঁকা করে দেন। অতঃপর অধঃস্তন রাবী মুআয ইবনে মুআয (র) কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا.....

রব্বানা লা-তুযিগ্ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা....

'হে আমাদের রব, আমাদের সৎপথে পরিচালিত করার পর তুমি আমাদের অন্তর সমূহকে বিপথগামী করো না'। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৫৩)**

২৯. আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কোন কঠিন কাজ উপস্থিত হলে তিনি বলতেন–

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ.

ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু, বিরাহ্‌মাতিকা আছতাগিছ।

'হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী, আমি তোমার রহমতের উসিলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি'। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৫৮)**

৩০. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সর্বদা

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম।

'হে গৌরব ও মহত্ত্বের অধিকারী' পড়া অপরিহার্য করে নাও। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৫৯)**

৩১. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্‌র নবী যুন-নূন (ইউনুস আলাইহিস সালাম) মাছের পেটে অবস্থানকালে যে দু'আ করেছিলেন তা হল–

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায য-লিমীন।

'তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তুমি অতি পবিত্র। নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত'। কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন বিষয়ে কখনো এ দু'আ পাঠ করলে আল্লাহ্ অবশ্যই তার দু'আ কবুল করেন। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৩৭)**

৩২. ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত) পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৬৭)**

৩৩. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ তার হারানো মাল পুনঃ প্রাপ্তিতে যতটা আনন্দিত হয়, তোমাদের কারো তওবায় (ক্ষমা প্রার্থনায়) আল্লাহ্ তার চেয়ে অধিক আনন্দিত হন। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৬৮)**

৩৪. আবু আইউব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় বলেন, আমি তোমাদের থেকে একটি বিষয় গোপন করে রেখেছিলাম, যা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা অবশ্যই এমন এক দল সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করতো, অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করতেন। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৬৯)**

৩৫. আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বরকতময় মহান আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তান, যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার থেকে (ক্ষমা লাভের) আশায় থাকবে, তোমার গুনাহ যত বেশিই হোক, আমি তোমাকে ক্ষমা করব, এতে কোন পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান, যদি তোমার গুনাহর স্তূপ আকাশের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে মাফ করে দেব, এতে আমি ভ্রুক্ষেপ করব না। হে আদম সন্তান, যদি তুমি গোটা পৃথিবী ভরা গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আস এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমিও তোমার নিকট পৃথিবী ভরা ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৭০)**

৩৬. আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে সে গুনাহের উপর অবিচল থাকেনি, যদিও সে দৈনিক সত্তর বার গুনাহ করে। **[জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৯০]**

৩৭. উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি উমরা করার উদ্দেশে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে স্নেহের ভাই, তোমার দু'আয় আমাদেরও শরীক করবে, আমাদের ভুলে যেও না। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৯০)**

৩৮. মুয়ায ইবনে রিফাআ (র.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়ান, অতঃপর কেঁদে ফেলেন। তিনি বললেন, (হিজরতের) প্রথম বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এ মিম্বরে দাড়িয়ে কাঁদেন, অতঃপর বলেন, তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা, শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা কর। কেননা ঈমান আনার পর তোমাদের কাউকে শান্তি ও নিরাপত্তার চেয়ে অধিক উত্তম আর কিছুই দেওয়া হয়নি। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৮৯)**

৩৯. আবু উমামা (রা.) বলেন, আমর ইবনে আবাসা (রা.) আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, শেষ রাতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন। অতএব যারা এ সময় আল্লাহ্র যিকির (নামায ও দু'আ) করে, তুমি সক্ষম হলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫১০)**

৪০. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ সম্পর্কে সুধারণা পোষণও আল্লাহ্র উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫৩৯)**

৪১. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের যে কেউ অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে, সে কি (পাওয়ার) আকাঙ্ক্ষা করছে। কেননা সে অবগত নয়, তার আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে তার জন্য কি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে (তাই সর্বদা উত্তম ধারণা ও উত্তম আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে হবে)। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫৪০)**

৪২. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন প্রকার লোকের দু'আ কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় না। রোযাদার যখন ইফতার করে, ন্যায়পরায়ণ শাসকের দু'আ এবং মজলুমের (নির্যাতিতের) দু'আ। আল্লাহ্ তা'আলা তার দু'আ মেঘমালার উপরে (আসমানে) তুলে নেন এবং এর জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আমার মর্যাদার শপথ, কিছু বিলম্ব হলেও আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করবো'। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫২৮)**

৪৩. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখন কোন বান্দা তার দুই হাত উপরের দিকে প্রসারিত করে, এমনকি তার বগল উন্মুক্ত করে আল্লাহ্র কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাকে অবশ্যই তা দেন, যদি না সে তাড়াহুড়া করে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, তার তাড়াহুড়া কিরূপ? তিনি (রাসূল) বলেন, সে বলে, আমি তো প্রার্থনা করেছি, আবারও প্রার্থনা করেছি (বার বার প্রার্থনা করেছি), কিন্তু আমাকে কিছুই দান করা হয়নি। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫৩৮)**

৪৪. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির দু'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়। মজলুমের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের জন্য পিতার দু'আ। **(সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮৬২, আবু দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সালাত অধ্যায়, হাদীস নং-১৫৩৬)**

৪৫. উম্মু হাকিম বিনতে ওয়াদ্দাআ আল-খুযাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, পিতার দু'আ (আল্লাহ্র নূরের) পর্দা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। **(সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮৬৩)**

৪৬. আবু নাআমা (র.) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) তার ছেলেকে বলতে শুনলেন, 'হে আল্লাহ্, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে আপনার নিকট জান্নাতের ডান দিকের শ্বেত প্রাসাদ প্রার্থনা করি'। তখন তিনি বলেন, হে বৎস, আল্লাহ্র নিকট জান্নাত প্রার্থনা কর এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের অবির্ভাব হবে যারা দু'আয় অতিরঞ্জন করবে। [তাই মাসনুন দু'আয় অতিরঞ্জন করা থেকে বিরত থাকতে হবে] **(সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮৬৪)**

৪৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন বাকি থাকে তখন আমাদের মহান রব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, এমন কেউ কি আছে যে, আমার কাছে প্রার্থনা করবে এবং আমি তার প্রার্থনা কবুল করবো ? এমন কেউ কি আছে যে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দান করবো? এমন কেউ কি আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করবো ? **(সহীহ্ আল-বুখারী, ৫ম খণ্ড, কিতাবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৫৮৭৬, জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৩০)**

৪৮. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এভাবে দু'আ না করে, হে আল্লাহ্, যদি তুমি চাও তবে আমাকে মাফ কর এবং যদি তুমি চাও আমার প্রতি রহমত বর্ষণ কর; বরং নিশ্চিত হয়ে ও মনের দৃঢ়তা নিয়ে দু'আ করবে। কেননা আল্লাহ্কে বাধ্য করার কেউ নেই। **(সহীহ্ আল-বুখারী, ৫ম খণ্ড, কিতাবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৫৮৯৪, সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮৫৪, জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪২৯)**

৪৯. ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষকে সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার দ্বীনের কথা শুনাবে। এতে তুমি সন্তুষ্ট না হলে সপ্তাহে দুই দিন যদি এর চেয়েও বেশি করতে চাও তবে তিন দিন। কুরআনের কথা অধিক শোনাতে গিয়ে মানুষকে কুরআনের প্রতি বিরক্ত করে তুলবে না। নিজেদের কথাবার্তায় ব্যস্ত এমন লোকদের কাছে পৌঁছেই তাদের কথাবার্তায় ছেদ টেনে তুমি দ্বীনের কথা শোনাতে থাক এবং তাদের বিরক্তি উৎপাদন করো-তা আমি চাই না; বরং তুমি নিশ্চুপ থাকবে। যখন তারা আগ্রহ সহকারে তোমাকে বলতে বলবে তখন তুমি বক্তব্য পেশ করবে। কিন্তু লক্ষ্য রেখো, দু'আর মধ্যে ছন্দোবদ্ধ ভাষার ব্যবহার পরিহার করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণকে অনুরূপ করতে দেখেছি–অর্থাৎ তাঁরা অনুরূপ ভাষার ব্যবহার পরিহার করতেন। **(সহীহ্ আল-বুখারী, ৫ম খণ্ড, কিতাবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৫৮৯২)**

৫০. জাবের ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা নিজেদের অভিশাপ দিও না, তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের অভিশাপ দিও না, তোমাদের চাকর-চাকরানীদের বদ-দু'আ করো না এবং তোমাদের ধন-

সম্পদের প্রতি বদ-দু'আ করো না। কেননা এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে যখন দু'আ (বদ-দু'আ) করলে তা কবুল হয়ে যায়। কাজেই তোমার বদ-দু'আ যেন ঐ মুহূর্তের সাথে মিলে না যায়। **(আবু দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সালাত অধ্যায়, হাদীস নং-১৫৩২)**

৫১. আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন কেউ তার মুসলিম ভ্রাতার জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করে তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমীন! তখন দু'আকারীর জন্যও অনুরূপ হবে। **(আবু দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সালাত অধ্যায়, হাদীস নং-১৫৩৪)**

৫২. আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দু'আ অতি সত্ত্বর কবুল হয়, যদি কেউ অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দু'আ করে। **(আবু দাউদ শরীফ, ২য় খণ্ড, কিতাবুস সালাত অধ্যায়, হাদীস নং-১৫৩৫, জামে আত-তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা অধ্যায়, হাদীস নং-৯৩০)**

৫৩. আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার পরে তোমরা অচিরেই স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ও তোমাদের অপছন্দনীয় বহু বিষয় দেখতে পাবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তখন আমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, তোমাদের উপর তাদের যে অধিকার রয়েছে তা তোমরা পূর্ণ করবে এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে। **(জামে আত-তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, আবওয়াবুল ফিতান-ফ্লহ ও বিপর্যয় অধ্যায়, হাদীস নং-২১৩৬)**

৫৪. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীরই (আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য) একটি দু'আ থাকে যা তিনি করেন। আমি চাই আমার দু'আ আখিরাতে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত থাকুক। অন্য এক সনদে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবীই একটি করে বিষয় চেয়ে নিয়েছেন অথবা বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই নিশ্চিতভাবে কবুল হওয়ার মত একটি দু'আ থাকে, তারা সে দু'আ করেছেন এবং তা কবুলও হয়েছে। কিন্তু আমি আমার দু'আ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি। **(সহীহ্ আল-বুখারী, ৫ম খণ্ড, কিতাবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৫৮৬০ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড, কিতাবুদ তাওহীদ অধ্যায়, হাদীস নং-৬৯৫৬)**

৫৫. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই একটি দু'আ আছে যা কবুল হয়। আমি আমার উক্ত দু'আ (কিয়ামতের দিন) আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি। সে দু'আ ইনশা-আল্লাহ্ ওই ব্যক্তি পাবে যে আমৃত্যু আল্লাহ্র সাথে অন্য কিছুকে শরীক করেনি। **(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫৩২)**

৫৬. আবু হুরায়রা (রা.) কা'ব আহবার (র.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে (তাঁর উম্মতের জন্যে) বিশেষ একটি দু'আর অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরা দুনিয়াতেই তা করে ফেলেছেন। আর আমি আশা করি আল্লাহ্ চান তো কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্যে আমি আমার সে দু'আ (দুনিয়াতে) গোপন করে রাখবো। কা'ব (র.) আবু হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ হাদীস সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে শুনেছেন? আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, হ্যাঁ। **(সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৩৯৭)**

৫৭. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর বিশেষ একটি দু'আর অধিকার আছে যা কবুল করা হবে। প্রত্যেক নবীই তাঁর সে দু'আ আগে ভাগে (দুনিয়াতেই) করে ফেলেছেন। আর আমি আমার সে দু'আ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্যে মুলতবি রেখেছি। আমার উম্মতের যে কেউ শিরক না করে মৃত্যুবরণ করবে, ইনশা-আল্লাহ্ সে তা লাভ করবে। **(সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং-৩৯৮) [কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুপারিশ প্রাপ্তিতে তাই শিরকমুক্ত ঈমান প্রয়োজন।]**

পবিত্র আল-কুরআনের দু'আসমূহ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ . اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ . صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ .

১. সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, যিনি কর্মফল দিবসের মালিক, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথ-যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছো, তাদের পথ নয় যাদের উপর তোমার গজব বর্ষিত হয়েছে এবং তাদেরও নয় যারা পথভ্রষ্ট। **(সূরা ১ আল-ফাতিহা : ১-৭)**

[রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ, তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল এমনকি আল-কুরআনেও সূরা ফাতিহার সমমর্যাদা সম্পন্ন কোন সূরা নাযিল করা হয়নি'–(জামে আত-তিরমিযী-৫ম খণ্ড, আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন-কুরআনের ফযীলত অধ্যায়, হাদীস নং-২৮১১)। **অন্য সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায়-আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন জিবরীল (আ.) নবী (সা.)-এর কাছে বসা ছিলেন। সেই সময় তিনি উপর দিক থেকে দরজা খোলার একটা প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাথা উঠিয়ে বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা। আজকেই এটি খোলা হলো–ইতিপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। আর এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে নেমে আসলেন। আজকের এই দিনের আগে আর কখনো তিনি পৃথিবীতে আসেননি। তারপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, আপনি আপনাকে দেয়া দু'টি নূর বা আলোর সু-সংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে তা দেয়া হয়নি। আর ঐ দুইটি নূর হলো ফাতিহাতুল কিতাব বা সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। এর যে কোন হরফ আপনি পড়বেন। তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেয়া হবে**–(সহীহ্ মুসলিম-৩য় খণ্ড, আল-কুরআনের মর্যাদা অধ্যায়, হাদীস নং-১৭৫৪)। **ফলে এ সূরা 'আল-ফাতিহা' আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রদানকৃত দু'টি বিশেষ নূরের মধ্যকার একটি নূর। এছাড়াও আল-কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসে এ সূরার (আল-ফাতিহা) আরও অনেক ফযীলতের কথা উল্লেখ রয়েছে।**

উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে লোক (নামাযে) সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার নামাযই হল না–(সহীহ্ আল-বুখারী-১ম খণ্ড, কিতাবুল আযান অধ্যায়, হাদীস নং-৭১২)। অপর সহীহ্ হাদীসে এসেছে–আবু হুরায়রা (রা.) বলতেন ঃ যে রুকু পেয়েছে সে সেজদাও পেয়েছে। আর যার উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) ফাউত (ছুটে/বাদ যাওয়া) হয়েছে তার অনেক সওয়াব ফাউত হয়েছে–(মুয়াত্তা ইমাম মালিক-১ম খণ্ড, নামাযের সময় অধ্যায়, হাদীস নং-রেওয়ায়ত-১৮)। আবু নুয়ায়াম ওয়াহাব ইবনে কায়সান (র.) হতে বর্ণিত–তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.)কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন এক রাকায়াত নামায পড়েছে যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে নাই তার নামায হয় নাই, অবশ্য যদি সেই ব্যক্তি ইমামের পশ্চাতে (নামায পড়ে) থাকে (তবে তার নামায শুদ্ধ হয়েছে)-(মুয়াত্তা ইমাম মালিক-১ম খণ্ড, নামায অধ্যায় এর উম্মুল কুরআন প্রসঙ্গ, হাদীস নং-রেওয়ায়ত-৩৮)।

সহীহ্ হাদীসে এসেছে–আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.)কে প্রশ্ন করা হত, ইমামের পিছনে কেউ কুরআন পাঠ করবে কি? তিনি বলতেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইমামের পিছনে নামায পড়ে তখন ইমামের কিরাআতই তার জন্য যথেষ্ট। আর একা নামায পড়লে অবশ্য কুরআন পাঠ করবে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা.) নিজেও ইমামের পিছনে কুরআন পাঠ করতেন না–(মুয়াত্তা ইমাম মালিক-১ম খণ্ড, নামায অধ্যায় এর উম্মুল কুরআন প্রসঙ্গ, হাদীস নং-রেওয়ায়ত-৪৩) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় এ কিতাবে ইয়াহইয়া (র.) বলেন ঃ আমি মালিক (র.)কে বলতে শুনেছি ঃ আমার মতে যেসব নামাযে ইমাম সরবে কুরআন পাঠ করেন (যাহরী নামায-যেমন ঃ ফজর, মাগরিব, এশা, জুমআ-ইত্যাদি) সেসব নামাযে মুকতাদিগণ কিরাআত হতে বিরত থাকবেন। আর যেসব নামাযে ইমাম নীরবে কুরআন পাঠ করেন (সিররী নামায-যেমন ঃ যুহর, আছর) সেসব নামাযে তারা কুরআন (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) পাঠ করবেন।

নামাযে এ সূরা পড়া শেষে 'আমীন' বলার বিষয়ে সহীহ্ হাদীসে এসেছে–আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ নামাযে ইমাম যখন 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কেননা, যার 'আমীন' ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন, (নামাযে) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'আমীন' বলতেন–(সহীহ্ আল-বুখারী-১ম খণ্ড, কিতাবুল আযান-অধ্যায়, হাদীস নং-৭৩৬ ও ৭৩৭, সহীহ্ মুসলিম-২য় খণ্ড, কিতাবুস সালাত-অধ্যায়, হাদীস নং-৮১০, জামে আত-তিরমিযী-১ম খণ্ড, আবওয়াবুস সালাত-অধ্যায়, হাদীস নং-২৩৭, আবু দাউদ শরীফ-২য় খণ্ড, কিতাবুস সালাত-অধ্যায়, হাদীস নং-৯৩৬, সুনানু নাসাঈ শরীফ-২য় খণ্ড, সালাত আরম্ভ করা–অধ্যায়, হাদীস নং-৯৩১ ও সুনান ইবনে মাজা-১ম খণ্ড, কিতাবু ইকামাতিস সালাত-অধ্যায়, হাদীস নং-৮৫১, ৮৫২)।

অপর সহীহ্ হাদীসে এসেছে–আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা 'আমীন' বলা ত্যাগ করেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন' বলার পর 'আমীন' বলতেন, এমনকি প্রথম সারির লোকেরা তা শুনতে পেতো এবং এতে মসজিদে প্রতিধ্বনি হতো–(সুনান ইবনে মাজা-১ম খণ্ড, কিতাবু ইকামাতিস সালাত–অধ্যায় হাদীস নং-৮৫৩)।

এছাড়াও ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) থেকে (পিতাসূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'ওয়ালাদ্দাল্লীন' পাঠ করার পর জোরে 'আমীন' বলতেন–(আবু দাউদ শরীফ-২য় খণ্ড, কিতাবুস সালাত-অধ্যায়, হাদীস নং-৯৩২) আলী (রা.) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে–(সুনান ইবনে মাজা-১ম খণ্ড, কিতাবু ইকামাতিস সালাত-অধ্যায়, হাদীস নং-৮৫৪)। অপর সহীহ্ হাদীসে-আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন ঃ ইহুদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এতবেশী ঈর্ষান্বিত নয় যতটা তারা তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন'-এর ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত–(সুনান ইবনে মাজা-১ম খণ্ড, কিতাবু ইকামাতিস সালাত-অধ্যায়, হাদীস নং-৮৫৬)। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ ইহুদীরা তোমাদের 'আমীন' বলায় যতবেশী ঈর্ষান্বিত হয়, আর কোন জিনিসে তত ঈর্ষান্বিত হয় না। তাই তোমরা অধিক পরিমাণে 'আমীন' বলো–(সুনান ইবনে মাজা-১ম খণ্ড, কিতাবু ইকামাতিস সালাত-অধ্যায়, হাদীস নং-৮৫৭)]

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ .

২. আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই। (সূরা ২ আল-বাকারা : ৬৭)

[জাতির মিথ্যাচারের বিপরীতে আল্লাহ্র নিকট হযরত মূসা (আ.)-এর প্রার্থনা।]

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ، اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ . رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ، وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ، اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ তুমি কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি মহাশ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত মুসলিম বানাও এবং আমাদের বংশধরদের থেকে তোমার এক অনুগত মুসলিম উম্মাহ গঠন কর, আমাদের ইবাদতের নিয়ম-কানুন বলে দাও এবং তুমি আমাদের ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা ২ আল-বাকারা : ১২৭-১২৮)

[হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণের পর এ কাজ কবুল করতে ও হেদায়াতের উপর অটল-অবিচল রাখতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এরূপ দু'আ করেন।]

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ .

৪. নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র জন্যে এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা ২ আল-বাকারা : ১৫৬)

[বিপদ মুসিবতে ঈমানদারদের সর্বপ্রথম উচ্চারিতব্য কথা।]

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

৫. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরা ২ আল-বাকারা : ২০১)

[এটি দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে সফলতার জন্য মু'মিন ব্যক্তিদের আল্লাহ্‌র দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা, সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায়, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর জীবনে অধিকাংশ সময় এ দু'আটি করতেন–(সহীহ্ আল-বুখারী-৫ম খণ্ড, কিতাবুদ্ দাওয়াত-দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৫৯৪১ এবং সুনান আবু দাউদ-২য় খণ্ড, কিতাবুস্ সালাত অধ্যায়, হাদীস নং-১৫১৯)]

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ .

৬. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান কর এবং আমাদের কদমগুলো অবিচলিত রাখ আর কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। (সূরা ২ আল-বাকারা : ২৫০)

[হযরত দাউদ (আ.)-এর সময়কালীন শক্তিশালী কাফির জালুত ও তার সৈন্যদের মোকাবিলায় আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত বাদশাহ্ তালুত-এর সৈন্যদের আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ দু'আ কবুল করেন। যুদ্ধে জালুত নিহত এবং তার দল পরাজিত হয়। এ ছাড়াও তাদের এ সময়কার আরেকটি সাহসী উক্তি ছিল : كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ . 'কত ক্ষুদ্র দল বিজয় লাভ করেছে বৃহৎ দলের উপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অটল সংকল্পকারীদের সাথেই থাকেন'–(সূরা ২ আল-বাকারা : ২৪৯)]

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ .

৭. আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই নিকট আমাদের চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন। (সূরা ২ আল-বাকারা : ২৮৫)

[ইসলাম গ্রহণ, আনুগত্যের স্বীকৃতি, ক্ষমা প্রার্থনা ও আখিরাতে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহিতার মানসিকতাসহ তওবা।]

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ .

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি তবে সে জন্য তুমি আমাদের শাস্তি দিও না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক; সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। (সূরা ২ আল-বাকারা : ২৮৬)

[সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায়-আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন জিবরীল (আ.) নবী (সা.)-এর কাছে বসা ছিলেন। সেই সময় তিনি উপর দিক থেকে দরজা খোলার একটা প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাথা উঠিয়ে বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা। আজকেই এটি খোলা হলো–ইতিপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। আর এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে নেমে আসলেন। আজকের এই দিনের আগে আর কখনো তিনি পৃথিবীতে আসেননি। তারপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, আপনি আপনাকে দেয়া দু'টি নূর বা আলোর সু-সংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে তা দেয়া হয়নি। আর ঐ দুইটি নূর হলো ফাতিহাতুল কিতাব বা সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। এর যে কোন হরফ আপনি পড়বেন। তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেয়া হবে–(সহীহ্ মুসলিম-৩য় খণ্ড, আল-কুরআনের মর্যাদা অধ্যায়, হাদীস নং-১৭৫৪)। ফলে এ দু'আ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রদানকৃত দু'টি বিশেষ নূরের মধ্যকার একটি নূরের অংশ বিশেষ। এ দু'আ শেষে 'আমীন' বললে প্রার্থিত বিষয়গুলো কবুল করা হয় বলেও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।]

এছাড়াও সহীহ্ হাদীসে রয়েছে–আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরা আল বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করবে তা তার সে রাতের জন্য যথেষ্ট হবে–(সহীহ্ আল-বুখারী-৪র্থ খণ্ড, কিতাবু ফাযায়েলে কুরআন-কুরআনের ফযীলত অধ্যায়, হাদীস নং-৪৬৩৭, সহীহ মুসলিম-৩য় খণ্ড, আল-কুরআনের মর্যাদা-অধ্যায়, হাদীস নং-১৭৫৫, ১৭৫৭, ১৭৫৮ ও জামে আত-তিরমিযী-৫ম খণ্ড, আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন-কুরআনের ফযীলত অধ্যায়, হাদীস নং-২৮১৭)। অন্য সহীহ হাদীস-নোমান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ আসমান যমীন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব থেকে দুইটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। সেই দুইটি আয়াতের মাধ্যমেই সূরা আল বাকারা সমাপ্ত করা হয়েছে। যে ঘরে তিন রাত এ দুইটি আয়াত তিলাওয়াত করা হয় শয়তান সেই ঘরের কাছে আসতে পারে না–(জামে আত-তিরমিযী-৫ম খণ্ড, আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন-কুরআনের ফযীলত অধ্যায়, হাদীস নং-২৮১৮)]

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

৯. হে আমাদের প্রতিপালক! যখন তুমি আমাদেরকে সঠিক পথে চালিয়েছ, তখন আমাদের দিলকে বাঁকা করে দিও না, আমাদের তোমার দয়ার ভান্ডার থেকে রহমত দান কর, নিশ্চয় তুমি মহাদাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি সকল মানুষকে সমবেতকারী ঐদিন–যাতে কোন সন্দেহ নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নন। (সূরা ৩ আলে-ইমরান : ৮-৯)

[আল-কুরআন থেকে সঠিক পথপ্রাপ্তি ও হেদায়াতের উপর অটল-অবিচল থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা। শাহ্র ইবনে হাওশাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা.)-কে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার নিকট অবস্থানকালে প্রায়শ কোন্ দু'আটি পড়তেন? উম্মে সালামা (রা) বলেন, তিনি প্রায়শ এ দু'আ পড়তেন, يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ. ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলুব, ছাব্বিত ক্বালবী আ'লা দী-নিক। 'হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর স্থির রাখ'। উম্মু সালামা (রা.) বলেন,আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি প্রায়শ 'হে অন্তরসমূহ পরিবর্তনকারী, আমার অন্তর তোমার দীনের উপর স্থির রাখ' দু'আটি কেন পড়েন? তিনি বললেন, হে উম্মু সালামা! এমন কোন মানুষ নেই যার অন্তর আল্লাহ্র দুই আঙ্গুলের মাঝখানে অবস্থিত নয়। তিনি যাকে ইচ্ছা (দীনের উপর) স্থির রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা (দীন থেকে) বাঁকা করে দেন। অতঃপর অধঃস্তন রাবী মুআয ইবনে মুআয (র) কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করেন– رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا..... রব্বানা লা-তুযিগ্ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা.... 'হে আমাদের রব, আমাদের সৎপথে পরিচালিত করার পর তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে বিপথগামী করো না'–(জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৫৩)]

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

১০. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরা-৩ আলে-ইমরান : ১৬)

[আখিরাতের উপর বিশ্বাসী, ধৈর্যশীল, সত্যপরায়ণ, অনুগত, দানশীল ও রাতের শেষাংশে প্রার্থনাকারীদের দু'আ।]

اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ، اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

১১. হে আল্লাহ্! সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক তুমি, যাকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা দান কর এবং যার থেকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি ইযযত দাও এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো; সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে; নিশ্চয়ই তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমিই রাতকে দিনে রূপান্তরিত করো এবং দিনকে রূপান্তরিত করো রাতে; তুমি জীবন্তকে বের করে আনো মৃত থেকে এবং মৃতকে বের করে আনো জীবন্ত থেকে; আর যাকে ইচ্ছা তুমি রিযিক দান করো বেহিসাব। (সূরা ৩ আলে-ইমরান : ২৬-২৭)

[রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে চরম বিরোধিতার মধ্যেও ক্ষমতার উত্থান-পতন সম্পূর্ণ আল্লাহ্র হাতে তা হৃদয়ে সবসময় জাগরূক রাখতে এবং আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিমত্তার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তাঁর মহিমা ঘোষণা এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে জানিয়ে দেয়ার নির্দেশনাসহ এ দু'আ প্রদান করা হয়।]

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ، اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ .

১২. হে আমার প্রভু! তোমার পক্ষ থেকে তুমি আমাকে একটি উত্তম পবিত্র সন্তান দান করো, অবশ্যই তুমি দু'আ শ্রবণকারী। (সূরা ৩ আলে-ইমরান : ৩৮)

[হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর আল্লাহ্র দরবারে নেক-সন্তান-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা।]

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ .

১৩. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা নাযিল করেছো আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমার রাসূলকে অনুসরণ করেছি, অতএব সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের নামের সাথে তুমি আমাদের নাম লিখে নাও। (সূরা ৩ আলে-ইমরান : ৫৩)

[চরম নির্যাতনের মুখে হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীরা 'আল্লাহ্র সাহায্যকারী' হিসেবে তাদের সাক্ষ্য কবুল করতে আল্লাহ্র দরবারে এরূপ প্রার্থনা করে।]

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

১৪. হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের গুনাহ্‌গুলো মাফ করে দাও এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন ক্ষমা কর, আমাদের কদমগুলো মজবুত রাখ এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (সূরা ৩ আলে-ইমরান : ১৪৭)

[আল্লাহ্‌র পথে বিপদ-মুসিবতে পতিত ঈমানদারদের আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনায় সর্বোত্তম দু'আ–যা কবুল করে আল্লাহ্ তা'আলা প্রার্থনাকারীদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।]

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

১৫. আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক (কর্মকুশলী)। (সূরা ৩ আলে-ইমরান : ১৭৩)

[সহীহ্ হাদীসে এসেছে–আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল'-আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম অভিভাবক (কর্মকৌশলী)–ইব্রাহীম (আ.) কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি একথাটি বলেছিলেন। আর মুহাম্মদ (সা.)-ও একথাই বলেছিলেন, যখন লোকজন তাকে এসে খবর দিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করা হয়েছে–তাদেরকে ভয় কর। একথা শুনে তাদের ঈমান আরো মজবুত হলো এবং তারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসার এ উক্তি করলো–(সহীহ্ আল-বুখারী-৪র্থ খণ্ড, কিতাবুত তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং-৪২০২)]

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ، وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ. رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ، رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ. رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ .

১৬. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা (আসমান-যমিন) বৃথা সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্রতম, অতএব আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর তাকে বাস্তবিকই লাঞ্ছিত করলে আর এ যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমরা একজন আহ্বানকারীর (রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর) আহ্বান শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো; তাতেই আমরা ঈমান এনেছি, হে আমাদের প্রতিপালক! অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদের মন্দ কাজগুলো আমাদের থেকে মুছে দাও এবং পূণ্যবানদের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করো। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের যা দেবে বলে ওয়াদা করেছো তা আমাদের দাও, আর কিয়ামতের দিন আমাদের অপমানিত করো না; নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। **(সূরা ৩ আলে ইমরান : ১৯১-১৯৪)**

[প্রকৃত জ্ঞানী ঈমানদার ব্যক্তিদের আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা।]

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

১৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের যালিমদের এ জনপদ থেকে উদ্ধার কর, আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক (ওলী) ও সাহায্যকারীর ব্যবস্থা কর। **(সূরা ৪ আন-নিসা : ৭৫)**

[আল্লাহ্র ওলী প্রেরণ ও অত্যাচার-নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনায় মজলুম নির্যাতিত মানুষদের ফরিয়াদ।]

رَبِّ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ.

১৮. হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো উপর আমার কোন অধিকার নেই, কাজেই তুমি আমাদের ও এ নাফরমান লোকদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। **(সূরা ৫ আল-মায়িদা : ২৫)**

[হযরত মূসা (আ.) তার জাতির লোকদের আল্লাহ্র দ্বীনের পক্ষে থাকার আহ্বান জানালে তারা সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে, তখন মূসা (আ.) আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগের সুরে এরূপ প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের এ দু'আ কবুল করে তাদের দীর্ঘ ৪০ (চল্লিশ) বছর পরাধীনতায় আবদ্ধ করে রাখেন এবং তারা তা থেকে মুক্তির জন্য উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালেও রাসূলকে তাদের প্রতি সহানুভূতি, সমবেদনা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়।]

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ . وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ، وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ .

১৯. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করো। আর আমাদের কী (অজুহাত আছে) আছে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তার প্রতি ঈমান আনব না, অথচ আমরা প্রত্যাশা করি, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সৎকর্মশীল সম্প্রদায়ের সাথে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবেন? (সূরা ৫ আল-মায়িদা : ৮৩-৮৪)

[আল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও আল-কুরআনের উপর বিশ্বাসী ঈমানদারদের হৃদয়ের অনুভূতি।]

وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ .

২০. তুমি আমাদের রিযিক দাও, কেননা তুমি সর্বোত্তম রিযিকদাতা। (সূরা ৫ আল-মায়িদা : ১১৪)

[আল্লাহ্‌র দরবারে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রার্থনা।]

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

২১. তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তবে অবশ্যই তুমি মহাপরাক্রমশালী, সর্বাধিক প্রজ্ঞাময়। (সূরা ৫ আল-মায়িদা : ১১৮)

[দু'আটিতে আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতার কথা প্রকাশিত হয়েছে। কেননা তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর কাজের ব্যাপারে খবরদারী করার অধিকার কারো নেই এবং তিনি সকলের কাজের খবরদারী করার অধিকার রাখেন। কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়ায় তার অনুপস্থিত কালীন উম্মতের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এরূপ প্রার্থনা করবেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)ও আল্লাহর নেক বান্দা হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুরূপ আল্লাহ্‌র দরবারে এভাবে দু'আ করবেন–(সহীহ আল-বুখারী-৪র্থ খণ্ড, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং-৪২৬৪ ও ৪২৬৫ এবং সহীহ মুসলিম-৮ম খণ্ড, কিয়ামতের দিন দুনিয়া ফানা এবং সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে-অধ্যায় হাদীস নং-৬৯৯৫)। অন্য সহীহ্ হাদীসে–আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঈসা (আ.)-এর এ দু'আ পাঠ করেন, অতঃপর দুই হাত তুলে বলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমার উম্মত। এই বলে কাঁদতে থাকেন। সবশেষে জিবরীল (আ.)-কে পাঠিয়ে

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে জানান যে, আমি তার উম্মতের ব্যাপারে তার সন্তুষ্টিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো এবং তার উম্মতের ব্যাপারে তাকে দুঃখ দিব না–(তাফসীরে ইবনে কাছীর-সংশ্লিষ্ট সূরা ও আয়াত)। অপর হাদীসে–আবু যার (রা.) বলেন ঃ হুযুর (সা.) একরাত্রে বারবার আয়াতটি পড়ছিলেন, এভাবে সকাল হয়ে যায়। সকালে আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি আমার রবের নিকট আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য প্রার্থনা করছিলাম। তিনি শিরক ব্যতীত সকল পাপ মোচন করার অঙ্গীকার আমাকে দিয়েছেন–(তাফসীরে ইবনে কাছীর-ইমাম আহমদ-র.-এর বর্ণনামতে–সংশ্লিষ্ট সূরা ও আয়াত)]

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

২২. আমি আমার মুখমন্ডল একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্ত্বার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। **(সূরা ৬ আনআম : ৭৯)**

[হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আসমান-যমিনের পরিচালনা ব্যবস্থা অবলোকনের পর একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করেন। সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন এ দু'আ পড়তেন–(জামে আত-তিরমিযী-৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত–দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩৫৫)]

إِنَّنِيْ هَدٰنِيْ رَبِّيْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ج وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

২৩. আমার প্রভু আমাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন, সেটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন, সেটা ইব্রাহীমের মিল্লাত (আদর্শ), ইব্রাহীম ছিলো নিষ্ঠাবান, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। **(সূরা ৬ আন'আম : ১৬১)**

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . لَا شَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ .

২৪. নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার সকল ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যে। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম। (সূরা ৬ আন'আম : ১৬২)

[রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দৃপ্ত কণ্ঠে এরূপ ঘোষণা দিতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশনা।]

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

২৫. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি, এখন যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের উপর রহম না করো তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। (সূরা ৭ আল-আ'রাফ : ২৩)

[শয়তানের প্ররোচনায় জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল আস্বাদনের পর হযরত আদম (আ.) ও মা হাওয়া (আ.)-এর অনুশোচনামূলক আকুতি।]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ .

২৬. সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদের এ জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন, আল্লাহ্ আমাদের হেদায়াত দান না করলে আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না, আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূলগণ সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন। (সূরা ৭ আল-আরাফ : ৪৩)

[জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে ঈমানদারদের পরস্পরের মধ্যে লুকায়িত ঈর্ষা আল্লাহ্ তা'আলা দূর করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলে ঈমানদাররা আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া স্বরূপ এ কথাগুলো বলবে।]

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ .

২৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ যালিমদের মধ্যে শামিল করো না। (সূরা ৭ আল-আ'রাফ : ৪৭)

[জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী আ'রাফে অবস্থানকারীরা জাহান্নামীদের দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ প্রার্থনা করবে। দুনিয়াতেও যালিমদের সংস্পর্শ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দু'আটি কার্যকর।]

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ .

২৮. আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও এবং তুমিই তো শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। (সূরা ৭ আল-আ'রাফ : ৮৯)

[কাফির সম্প্রদায়ের দাম্ভিক অহংকারী নেতাদের পক্ষ থেকে হযরত শুয়াইব (আ.) ও তাঁর অনুসারী মুসলমানদের ঐ জনপদ থেকে বহিষ্কার, কুফরীতে প্রত্যাবর্তনে উৎপীড়ন ও নবীকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করলে হযরত শুয়াইব (আ.) এভাবে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা নবীর দু'আ কবুল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে অহংকারী সম্প্রদায়কে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করেন যে, পরবর্তীতে মনে হচ্ছিল পূর্বে যেন সেখানে কিছুই ছিল না। অবশেষে নিজ জাতির এরূপ করুণ পরিণতি অবলোকন করে হযরত শুয়াইব (আ.) বলেন, 'আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আফসোস করতে পারি?']

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ .

২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান কর এবং মুসলমানরূপে আমাদের মৃত্যু দাও। (সূরা ৭ আল-আ'রাফ : ১২৬)

[ফেরাউন কর্তৃক নিযুক্ত যাদুকরগণ হযরত মূসা (আ.)-এর রব ও বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলে এবং ফেরাউন সেসব যাদুকরকে হাত-পা বিপরীত দিক দিয়ে কেটে শূলে চড়ানোর রায় প্রদান করলে সদ্য ঈমান গ্রহণকারী যাদুকরগণ ঈমানের সাথে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে আল্লাহ্‌র দরবারে এভাবে জীবনের চরম প্রার্থনা করেন।]

سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৩০. পাক-পবিত্র তোমার সত্তা–আমি তোমার কাছে তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম মু'মিন। (সূরা ৭ আল-আরাফ : ১৪৩)

[আল্লাহ্‌র জ্যোতি দেখে সংজ্ঞাহীন হওয়ার পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে শুকরিয়াস্বরূপ হযরত মূসা (আ.)-এ দু'আ করেছিলেন।]

لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

৩১. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যদি আমাদের প্রতি রহম না করো এবং আমাদের ক্ষমা না করো, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। (সূরা ৭ আল-আ'রাফ : ১৪৯)

[হযরত মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে তার জাতি অলংকার দিয়ে একটি গো-বাছুরের মূর্তি তৈরি করে তাকে দেবতা হিসেবে পূজা শুরু করার পর এ কার্যক্রমের ভুল স্বীকার করে আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের অনুশোচনামূলক তওবা।]

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ .

৩২. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় প্রবেশ করাও, আর তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ৭ আল-আরাফ : ১৫১)

[হযরত মূসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাইকে বাধ্যকরে সমস্ত জাতি গো বাছুর পূজায় লিপ্ত হলে তার দায় থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রার্থনা।]

رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ، اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ، اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ، تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ، اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ. وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ .

৩৩. হে আমার প্রভু, তুমি চাইলে ইতিপূর্বেই তাদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধ লোকদের কর্মকান্ডের জন্যে কি তুমি আমাদের ধ্বংস করবে? এটা তো তোমার একটা পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়, এ দ্বারা যাকে ইচ্ছা তুমি পথভ্রষ্ট করো এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করো; তুমিই আমাদের অভিভাবক, তাই তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, রহম করো আমাদের প্রতি এবং তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল। আর তুমি আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে ও আখিরাতে কল্যাণ লিখে দাও, আমরা তোমার দিকেই পথ ধরলাম। (সূরা ৭ আল-আরাফ : ১৫৫-১৫৬)

[মূসা (আ.) তার জাতির মধ্য থেকে বাছাই করে ৭০ (সত্তর) ব্যক্তিকে নিয়ে আল্লাহর নির্ধারিত স্থানের দিকে অগ্রসর হয়ে ভূমিকম্পে আক্রান্ত হলে তা থেকে নিষ্কৃতির জন্য এরূপ দু'আ করেন।]

لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ .

৩৪. যদি তুমি আমাদেরকে সৎ সন্তান দান করো তবে আমরা তোমার কৃতজ্ঞবান্দা হবো। (সূরা ৭ আল-আ'রাফ : ১৮৯)

[স্ত্রী গর্ভবতী হলে স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া ও নেক-সন্তান প্রাপ্তির জন্য তাঁর উপর তায়াক্কুল করা দরকার।]

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

৩৫. আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই, আমি তারই উপর নির্ভর করছি এবং তিনি মহা আরশের মালিক। (সূরা ৯ আত-তাওবা : ১২৯)

[দ্বীন গ্রহণে জাতির বিমুখতায় আল্লাহ্‌র উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভরসাপূর্ণ উক্তি। উম্মু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে–যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ৭ (সাত) বার এই আয়াতটি পাঠ করবে আল্লাহ্ তাঁর সকল চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও সমস্যা দূর করে দিবেন–(সুনানু আবী দাউদ (আরবী), নিদ্রা সম্পর্কিত অধ্যায়-এর অনুচ্ছেদ সকাল বেলা কোন্ দু'আ পড়বে। হাদীস নং-৫০৮১)]

لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ.

৩৬. যদি তুমি আমাদের এ অবস্থা থেকে রক্ষা করো তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। (সূরা ১০ ইউনুস : ২২)

[নৌযানে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট বিপদগ্রস্ত মানুষের দু'আ। সহীহ হাদীসে এসেছে–রাসূলুল্লাহ (সা.) বিপদে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহলাভ সম্পর্কে বলেন-যে ব্যক্তি বিপদাপদ ও সংকটের সময় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করে আনন্দিত হতে চায়-সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, অধিক পরিমানে দু'আ করে- (জামে আত-তিরমিযী-৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩১৮)। এছাড়াও মানুষ সমুদ্রে বিপদে পড়লে যে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে তার বিবরণ–(সূরা ৩১ লুকমান : ৩২)]

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

৩৭. আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিমদের নির্যাতনের পাত্র বানিও না এবং আপন রহমতে আমাদেরকে কাফিরদের থেকে রক্ষা কর। (সূরা ১০ ইউনুস : ৮৫-৮৬)

[ফেরাউনের অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করে ঈমানের উপর টিকে থাকতে হযরত মূসা (আ.) মুসলমানদের নির্দেশনা প্রদান করলে তাঁর অনুসারীরা ঈমানের মজবুতির লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ দু'আ করেন।]

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ .

৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের সম্পদগুলো ধ্বংস করে দাও, তাদের হৃদয় কঠিন করে দাও, কেননা তারা কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। (সূরা ১০ ইউনুস : ৮৮)

[ফেরাউন তার পার্থিব জীবনের ক্ষমতা ও সম্পদের মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারী মুসলমানদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও সাধারণ মানুষদের আল্লাহ্‌র পথে আসতে বাধা দিত। তাই হযরত মূসা (আ.) এরূপ কঠিন বদদু'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের দু'আ কবুল করে ফেরাউনকে তার দলবলসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত করেন এবং হযরত মূসা (আ.)-এর মুসলমান অনুসারী বনী-ইসরাঈল জাতিকে দুনিয়াতে উত্তম বাসস্থান, খাবার ও উৎকৃষ্ট সম্পদ প্রদান করে সম্মানিত করেন।]

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا ، اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

৩৯. আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও এর অবস্থান, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াবান। (সূরা ১১ হূদ : ৪১)

[নৌকায় আরোহণের সময় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে হযরত নূহ (আ.) এ দু'আ করেন-যা নৌযানে আরোহণের দু'আ হিসেবে কার্যকর।]

رَبِّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ، وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ .

৪০. হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ে প্রার্থনা করা থেকে আশ্রয় চাই যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই, আর তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো এবং আমার প্রতি দয়া না করো তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা ১১ হূদ : ৪৭)

[হযরত নূহ (আ.) তার অবাধ্য ছেলের জন্য দু'আ করার পর এভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্যপ্রার্থী হন।]

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ، وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ .

৪১. সুন্দরভাবে ধৈর্য ধারণই শ্রেয়, তোমরা যা বলছো, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমার আশ্রয়স্থল। (সূরা ১২ ইউসুফ : ১৮)

[ছেলেদের ষড়যন্ত্রে হযরত ইউসুফ (আ.)কে হারিয়ে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর আল্লাহ্‌র উপর ভরসাপূর্ণ উক্তি।]

مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ، اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ .

৪২. আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি আমার প্রভু! তিনি আমাকে উত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। যালিমরা কখনও সফলকাম হয় না। (সূরা ১২ ইউসুফ : ২৩)

[হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মিশরের আজীজের স্ত্রী তার প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করলে হযরত ইউসুফ (আ.) ঐ মুহূর্তে এভাবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করেন।]

وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ، اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ج وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ .

৪৩. আর আল্লাহ্‌র বিধানের (ফয়সালার) বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না। হুকুম একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি, আর যে-ই ভরসা করতে চায়–আল্লাহ্‌র উপরই তার ভরসা করা উচিত। (সূরা ১২ ইউসুফ : ৬৭)

[ছেলেদেরকে নসীহত করার পর হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর আল্লাহ্‌র উপর ভরসাপূর্ণ উক্তি।]

اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ .....

৪৪. আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্‌র নিকটই নিবেদন করছি....। (সূরা ১২ ইউসুফ : ৮৬)

[হযরত ইউসুফ (আ.) ও তাঁর সহোদর ভাইকে হারিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বুকফাটা আহাজারি।]

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ .

৪৫. মহাকাশ আর এ পৃথিবীর স্রষ্টা তুমিই, এ পৃথিবীর জীবনে এবং আখিরাতের তুমিই আমার ওলী (অভিভাবক)! তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী হিসেবে আমাকে মৃত্যু দান কর এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা ১২ ইউসুফ : ১০১)

[আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে রাজ্য ক্ষমতা প্রদান এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্মানিত করলে তিনি এভাবে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেন এবং মুসলিম হিসেবে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন।]

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ . رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

৪৬. হে আমার প্রতিপালক! তুমি এ শহরকে নিরাপদ বানাও এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করো। হে আমার প্রতিপালক! এ সকল মূর্তি তো প্রচুরসংখ্যক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে, অতএব যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যাচরণ করবে (সে ক্ষেত্রে) নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা ১৪ ইব্রাহীম : ৩৫-৩৬)

[হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ এবং তাঁর সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষার্থে অর্থাৎ তাদেরকে শিরকমুক্ত রাখতে আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ প্রার্থনা করেন।]

رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ . رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۭ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ .

৪৭. হে আমাদের প্রতিপালক! (আমার বংশধরদের কাবার নিকট বসবাস করালাম এই জন্য), তারা যেন নামায কায়েম করে; সুতরাং তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফল-ফলাদি দ্বারা তাদের রুযির ব্যবস্থা করো, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি জান, যা আমরা গোপন করি এবং প্রকাশ করি; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকে না। (সূরা ১৪ ইব্রাহীম : ৩৭-৩৮)

[হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর স্ত্রী হাজেরা (আ.) এবং সন্তান ইসমাঈল (আ.)-কে জনমানবহীন অনুর্বর আরব উপত্যাকায় পবিত্র কাবা গৃহের নিকট রেখে যাওয়ার সময় আল্লাহ্‌র দরবারে এভাবে প্রার্থনা করেন।]

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ . رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ .

৪৮. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী বানাও এবং আমার বংশধরদেরকেও, হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দু'আ কবুল কর। হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে, সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনদের ক্ষমা করে দিও। (সূরা ১৪ ইব্রাহীম : ৪০-৪১)

[মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজকে ও তাঁর বংশধরদের সালাত কায়েমকারী হিসেবে কবুল করার এবং কিয়ামতের কঠিন মুসিবতের সময় সমগ্র মুসলিম জাতিকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে এভাবে দু'আ করেন।]

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا.

৪৯. হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের (পিতা-মাতা) প্রতি রহম করো, যেভাবে শৈশবে তারা (দয়া, মায়া ও কোমলতার পরশে) আমাকে প্রতিপালন করেছিল। (সূরা ১৭ বনী ইসরাঈল : ২৪)

[পিতা-মাতার প্রতি অনুকম্পা ও বিনয়াবনত থাকার নির্দেশনাসহ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দাকে শেখানো সর্বোত্তম দু'আ।]

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا.

৫০. হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে যেখানেই নেবে, সত্যতা সহকারে নিয়ে যেয়ো, আর যেখান থেকে আমাকে বের করবে বের করে নিয়ো সত্যতা সহকারে, আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দাও একটি সাহায্যকারী কর্তৃপক্ষ (রাষ্ট্রশক্তি)। (সূরা ১৭ বনী ইসরাঈল : ৮০)

[হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মানুষদের মধ্যে আল্লাহ্র আইনের যথাযথ প্রয়োগে ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েম তথা কর্তৃত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্তিতে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা হিসেবে শেখানো দু'আ।]

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا .

৫১. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের তোমার খাস রহমত দ্বারা ধন্য কর এবং আমাদের সকল কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর। (সূরা ১৮ আল-কাহ্ফ : ১০)

[শিরকমুক্ত কতিপয় মুসলিম যুবক (আসহাবে কাহাফ) মুশরিক জাতির চরম অত্যাচার নির্যাতন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গুহায় আত্মগোপনপূর্বক আল্লাহ্র নিকট এরূপ আশ্রয় প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করেন।]

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا شَطَطًا .

৫২. আমাদের প্রভু, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রভু, তাকে ছাড়া আমরা কোন ইলাহ্কে ডাকব না, আর যদি আমরা সেরূপ করি, তবে তা অবশ্যই অযৌক্তিক কথাই বলা হবে। (সূরা ১৮ আল-কাহাফ : ১৪)

[আল্লাহ্ তা'আলা আসহাবে কাহাফের যুবকদের মধ্যে ঈমান বৃদ্ধি ও হৃদয়ের বন্ধন মজবুত করলে তারা এরূপ ঈমানদৃপ্ত ঘোষণা দেয়।]

رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّ لَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا. وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآئِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا .

৫৩. হে আমার প্রতিপালক! আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে, (বার্ধক্যে) মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে এবং তোমাকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি, হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের (দ্বীনের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে) নিশ্চয় আমি ভয় করছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; সুতরাং তুমি আমাকে এমন একজন উত্তরাধিকারী দান করো যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। **(সূরা ১৯ মারইয়াম : ৪-৬)**

[বন্ধ্যা স্ত্রীর জন্য নেক-সন্তানের আশায় আল্লাহ্‌র নিকট হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দু'আ।]

رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً .

৫৪. হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য একটি নিদর্শন দাও। **(সূরা ১৯ মারইয়াম : ১০)**

[হযরত যাকারিয়া (আ.) বৃদ্ধ বয়সে সন্তান-প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট একটি নিদর্শন প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলেন, 'তোমার নিদর্শন হচ্ছে, তুমি সুস্থ থেকেও তিন রাত কারো সাথে কথা বলতে পারবে না'–(সূরা ১৯ মারইয়াম : ১০)]

اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا .

৫৫. নিশ্চয় আমি তোমার থেকে দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি–যদি তুমি মুত্তাকী হয়ে থাকো। **(সূরা ১৯ মারইয়াম : ১৮)**

[আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত মানবাকৃতিতে জিবরীল (আ.)-কে দেখে মারইয়াম (আ.) আল্লাহ্‌র নিকট এরূপ আশ্রয় প্রার্থনা করেন।]

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ . وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ . وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ . يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ .

৫৬. হে আমার প্রতিপালক! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার যবানের জড়তা দূর করে দাও, যাতে করে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। **(সূরা ২০ ত্ব-হা : ২৫-২৮)**

[হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হলে তিনি এভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেন।]

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى .

৫৭. এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এ (মাটির) মধ্যেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিব এবং এ মাটি থেকেই আবার বের করবো। (সূরা ২০ ত্ব-হা : ৫৫)

[ফেরাউন কর্তৃক পূর্ববর্তী বংশধরদের বিষয়ে হযরত মূসা (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে জানানো হয়। উল্লেখ্য এ দু'আটি মুসলমানদের কবরে মাটি দেয়ার সময় পড়া হয়–এতে জীবিত মুসলমানদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।]

اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا ....

৫৮. নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করেন। (সূরা ২০ ত্ব-হা : ৭৩)

[ফেরাউন কর্তৃক নিযুক্ত যাদুকরগণ হযরত মূসা (আ.) ও আল্লাহর উপর ঈমান আনার কারণস্বরূপ ফেরাউনকে দৃঢ়তার সাথে এরূপ কথা বলে।]

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا .

৫৯. হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। (সূরা ২০ ত্ব-হা : ১১৪)

[ওহী মুখস্থকরণে তাড়াহুড়া না করে জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা কামনা করতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এরূপ নির্দেশনা প্রদান করেন। পৃথিবীর সকল মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধিতে আল্লাহর সাহায্য কামনায় এ দু'আ খুবই কার্যকর।]

اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ .

৬০. আমি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ২১ আল-আম্বিয়া : ৮৩)

[দুঃখ-কষ্ট, রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহর দরবারে হযরত আইয়ুব (আ.)-এর প্রার্থনা।]

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

৬১. তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তোমার সত্তা পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের অন্তর্ভূক্ত। (সূরা ২১ আল-আম্বিয়া : ৮৭)

[মাছের পেটে অন্ধকারে থাকাকালীন হযরত ইউনুস (আ.)-এর আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে তিনি সেই মহাবিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন বিষয়ে কখনো এ দু'আ করলে আল্লাহ্ অবশ্যই তার দু'আ কবুল করেন'–(জামে আত-তিরমিযী-৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ্ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৩৭)]

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ .

৬২. হে আমার প্রভূ! তুমি আমাকে একা (সন্তানহীন) রেখো না এবং তুমিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (সূরা ২১ আল-আম্বিয়া : ৮৯)

[সন্তান কামনায় হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর প্রার্থনা।]

رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ، وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ .

৬৩. হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দাও, তোমরা যা বলছো, সে বিষয়ে আমাদের প্রতিপালক দয়াময়ই একমাত্র আশ্রয়স্থল (অর্থাৎ একমাত্র তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়া যেতে পারে)। (সূরা ২১ আল-আম্বিয়া : ১১২)

[নিজ জাতিকে শিরক থেকে মুক্ত করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করলে উল্টো তাঁর উপর মিথ্যারোপ করা হয় এবং বিভিন্ন অপবাদ দেওয়া হয়, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এভাবে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেন।]

هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ .

৬৪. তিনিই তোমাদের মাওলা (অভিভাবক)! কতই না উত্তম মাওলা তিনি এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা ২২ আল-হাজ্জ : ৭৮)

[সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায়-নো'মান ইবনে বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, দু'আ হল ইবাদত। অতঃপর তিনি পড়েন ঃ 'তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, নিশ্চিত তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'-(জামে আত-তিরমিযী-৫ম খণ্ড, তাফসীরুল কুরআন অধ্যায়, হাদীস নং-৩১৮৫, ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩০৯, সুনান ইবনে মাজা-৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮২৮)। অন্য সহীহ্ হাদীসে-ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার জন্য দু'আর দ্বার উন্মুক্ত করা হল, মূলত তার জন্য রহমতের দ্বারগুলো উন্মুক্ত করা হল। আল্লাহ্র কাছে যা কিছু চাওয়া হয়, তার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করা তাঁর কাছে অধিক প্রিয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে বিপদ-মুসীবত এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি, তাতে দু'আয় উপকার হয়। অতএব হে আল্লাহ্র বান্দাগণ, তোমরা দু'আকে অপরিহার্য করে নাও-(জামে আত-তিরমিযী-৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৭৮)।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'আর চাইতে কোন জিনিস আল্লাহ্‌র কাছে অধিক সম্মানিত নয়–(জামে আত-তিরমিযী-৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩০৭, সুনান ইবনে মাজা-৪র্থ খণ্ড, কিতাবুদ দু'আ অধ্যায়, হাদীস নং-৩৮২৯)। অপর সহীহ্ হাদীসে–আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'আ হল ইবাদতের মূল বা সার–(জামে আত-তিরমিযী- ৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩০৮)। সাবিত আল-বুনানী (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার প্রয়োজন পূরণের জন্য তার রবের কাছে প্রার্থনা করে, এমনকি তার লবণের জন্যও, তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে তার জন্যও তাঁর কাছে প্রার্থনা করে–(জামে আত-তিরমিযী-৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫৪৩)]

رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ .

৬৫. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (সূরা ২৩ আল-মু'মিনুন : ২৬,৩৯)

[হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর জাতির নেতাদের পক্ষ থেকে মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত করার হীন প্রচেষ্টা করলে তিনি এভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেন।]

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ .

৬৬. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর, আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (সূরা ২৩ আল-মু'মিনুন : ২৯)

[নৌযান থেকে নিরাপদ অবতরণের জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হযরত নূহ (আ.)-এর দু'আ।]

رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ . رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ .

৬৭. হে আমার প্রতিপালক! তাদের যে (শাস্তির) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা যদি তুমি আমার জীবদ্দশায় সংঘটিত করো, তবে তুমি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত করো না। (সূরা ২৩ আল-মু'মিনুন : ৯৩-৯৪)

[আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে এরূপ দু'আ করতে ও জানিয়ে দিতে বলেন। তবে মা'আ-যাল্লাহ্, এর অর্থ এ নয় যে, নবী করীম (সা.)-এর পক্ষে আযাবে পতিত হওয়ার বস্তুত কোন আশংকা ছিল, অথবা তিনি যদি এরূপ প্রার্থনা না করতেন তাহলে আযাবে গ্রেফতার হতেন; বরং এরূপ বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করার উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, আল্লাহ্‌র আযাব বাস্তবিকই ভয়ানক এবং তা এরূপ ভয়ানক যে, সৎ ও ধর্মশীল লোকদের সমস্ত পুণ্য সত্ত্বেও তা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট তাদের পানাহ্-আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।]

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ . وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ .

৬৮. হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানের কু-প্ররোচনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি তাদের (শয়তানদের) উপস্থিতি থেকে। (সূরা ২৩ আল-মু'মিনুন : ৯৭-৯৮)

[সকল মানুষকে শয়তান হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয়ের ক্ষেত্রে এরূপ প্রার্থনা করতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ না। এছাড়া আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-'শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর'-(সূরা ৭ আল-আরাফ : ২০০) বিশেষভাবে আল-কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে অভিশপ্ত শয়তান থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়ে বলেন-'তুমি যখন কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাবে'। (সূরা ১৬ আন-নাহল : ৯৮)]

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ .

৬৯. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি আমাদের ক্ষমা করো, আমাদের উপর রহম করো, তুমিই তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ২৩ আল-মু'মিনুন : ১০৯)

[আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র পছন্দনীয় একদল ভাল মু'মিন বান্দার ক্ষমা প্রার্থনার কথা উক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে। সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, রূহ কণ্ঠাগত না হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত) পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন। (জামে আত-তিরমিযী-৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ্ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৪৩৭)]

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ .

৭০. হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ২৩ আল-মু'মিনুন : ১১৮)

[রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এরূপ প্রার্থনা জানিয়ে দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।]

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا . اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا .

৭১. হে আমাদের প্রতিপালক, জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও; কারণ তার আযাব তো সর্বগ্রাসী, আর আশ্রয়স্থল ও আবাস হিসেবে তা বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা। (সূরা ২৫ আল-ফুরকান : ৬৫-৬৬)

['রহমান' তথা আল্লাহ্‌র খাস বান্দাদের গুণাবলি–তারা রাতে নামায, দু'আ ও তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হয়। এমতাবস্থায় আখিরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তিও তাদের মূল লক্ষ্য থাকে। তাই এ দু'আটি ঐ সময়কার অন্যতম একটি দু'আ।]

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

৭২. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের সন্তানদের চক্ষু শীতলকারী বানাও এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম। (সূরা ২৫ আল-ফুরকান : ৭৪)

[প্রকৃত ঈমানদার ও জান্নাত আকাঙ্ক্ষীরা তাদের দুনিয়ার পারিবারিক জীবন সুন্দর করতে এবং আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ার জীবনে যথাযথভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ দু'আ প্রার্থনা করে।]

لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ.

৭৩. (মরণে) আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমাদের তো প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতেই হবে। আমরা আশা করি আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, কেননা আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী। (সূরা ২৬ আশ-শুআরা : ৫০-৫১)

[ফেরাউনের নিযুক্ত যাদুকরগণ হযরত মূসা (আ.)-এর রব আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনলে ফেরাউন সেসব যাদুকরকে হাত-পা বিপরীত দিক দিয়ে কেটে ফেলার ও শূলে চড়ানোর রায় প্রদান করলে সদ্য ঈমান গ্রহণকারী যাদুকরগণ ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করতে আল্লাহ্‌র দরবারে এভাবে দৃঢ়চিত্ত মজবুত ঈমানের ঘোষণা দেন।]

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.

৭৪. হে আমার প্রভু! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং মিলিত কর সৎকর্মশীলদের সাথে, পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমার সুখ্যাতি দান কর, আর আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা ২৬ আশ-শু'আরা : ৮৩-৮৫)

[মুসলিম জাতির পিতা হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালনে আল্লাহ্‌র নিকট হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দু'আ।]

وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ. اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ.

৭৫. আর পুনরুত্থান দিবসে তুমি আমাকে অপমানিত করো না, যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না-তবে (সেদিন উপকৃত হবে কেবল সে) যে আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবে বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে। (সূরা ২৬ আশ-শু'য়ারা : ৮৭-৮৯)

[কিয়ামতের দিন বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হতে আল্লাহ্‌র নিকট হযরত ইব্রাহীম (আ.) এভাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন।]

رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ. فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

৭৬.হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কাজেই আমার ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মু'মিন রয়েছে তাদের রক্ষা কর। (সূরা ২৬ আশ-শু'আরা : ১১৭-১১৮)

[নিজ জাতি কর্তৃক নীচু শ্রেণীর লোকদের সাথী হওয়ার অপবাদসহ প্রস্তরাঘাতের হুমকি প্রদান করা হলে হযরত নূহ (আ.) আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ ফরিয়াদ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের ফরিয়াদ কবুল করে তার সাথী অনুসারীদের নৌকায় আরোহণ করিয়ে অবশিষ্ট সকলকে প্লাবনের পানিতে নিমজ্জিত করেন।]

رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ .

৭৭. হে আমার প্রতিপালক! এরা যা কিছু করছে তা থেকে আমাকে ও আমার পরিবারকে নাজাত দাও। (সূরা ২৬ আশ-শু'আরা : ১৬৯)

[জাতির কুকর্মের দায় থেকে নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষায় আল্লাহ্‌র নিকট হযরত লূত (আ.)-এর করুণ আকুতি।]

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ .

৭৮. হে আমার প্রভু! আমাকে সামর্থ দাও, আমি যেন তোমার নিয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছো আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি, আর আমি যেন এমন ভাল কাজ (আমলে সালেহ) করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে, আর তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার পুণ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা ২৭ আন-নামল : ১৯)

[হযরত সুলায়মান (আ.) কর্তৃক পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছলে তাঁর বাহিনীর অজ্ঞাতসারে তাদের পদতলে পিষ্ট হওয়া থেকে এক পিপীলিকার অন্য পিপীলিকাদের সাবধান করার বিষয়টি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে অবগত হয়ে হযরত সুলায়মান (আ.) মৃদু হেসে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া স্বরূপ এরূপ দু'আ করেন।]

رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

৭৯. হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি যুলুম করেছি এবং আমি সুলাইমানের সাথে সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। (সূরা ২৭ আন-নাম্‌ল : ৪৪)

[নিজের ভুল স্বীকার করে সাবার রাণী বিলকিসের আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের উপর ঈমানের ঘোষণা।]

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ....

৮০. হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর....। (সূরা ২৮ আল-কাসাস : ১৬)

[নিজ সম্প্রদায়ের অপরাধী ব্যক্তিকে ঘুষি মেরে জীবনপাত করার পর আল্লাহ্‌র দরবারে হযরত মূসা (আ.)-এর অনুশোচনামূলক প্রার্থনা।]

رَبِّ نَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ .

৮১. হে আমার প্রতিপালক! তুমি যালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা কর। (সূরা ২৮ আল-কাসাস : ২১)

[যালিম ফেরাউন সম্প্রদায় থেকে রক্ষার জন্য মহান প্রভুর নিকট হযরত মূসা (আ.)-এর ফরিয়াদ।]

عَسٰی رَبِّیْٓ اَنْ یَّهْدِیَنِیْ سَوَآءَ السَّبِیْلِ .

৮২. আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। (সূরা ২৮ আল-কাসাস : ২২)

[মিসরের যালিম ফেরাউন সম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে আল্লাহ্‌র উপর হযরত মূসা (আ.)-এর ভরসার অভিব্যক্তি।]

رَبِّ انْصُرْنِیْ عَلَی الْقَوْمِ الْمُفْسِدِیْنَ .

৮৩. হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (সূরা ২৯ আল-আনকাবূত : ৩০)

[হযরত লূত (আ.)-এর কুকর্মকারী জাতি কর্তৃক তাঁর সত্যায়নের বিপরীতে তাদের উপর শাস্তি আনায়নের দাবি করলে হযরত লূত (আ.) আল্লাহ্‌র নিকট জাতির বিপক্ষে এভাবে সাহায্য কামনা করেন।]

اِنِّیْ ذَاهِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ .

৮৪. আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি অবশ্যই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। (সূরা ৩৭ আস-সাফফাত : ৯৯)

[মূর্তি ধ্বংসের পর হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে তাঁর জাতির লোকেরা আগুনে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি প্রিয় জন্মভূমি থেকে হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহ্‌র উপর এরূপ ভরসা ও সাহায্য প্রার্থনা করেন।]

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

৮৫. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নেক-সন্তান দান কর। (সূরা ৩৭ আস-সাফফাত : ১০০)

[নেক-সন্তান প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দু'আ।]

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ .

৮৬. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করো যা আমার পর অন্য কারো হবে না, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা। (সূরা ৩৮ সোয়াদ-৩৫)

[আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সিংহাসনের উপর একটি দেহ ফেলে রেখে তাঁকে পরীক্ষায় নিপতিত করলে (ইনশা-আল্লাহ্ না বলায়) তিনি আল্লাহ্‌মুখী হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও রাজত্ব প্রদানে এরূপ দু'আ করেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর খুশী হয়ে তাকে যে রাজত্ব দান করেন তার ব্যাপ্তি ছিল বাতাস, জ্বীন জাতি এবং পাখিদের উপরও। এরকম রাজত্ব তাঁর পরে কেউ কখনো লাভ করেনি। সহীহ্ হাদীসে এসেছে-মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রাকে (রা.) বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ গতরাতে এক দুষ্ট জ্বীন আমার নামায নষ্ট করার জন্য আমার ওপর আক্রমণ করতে শুরু করলো। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাকে কাবু করার শক্তি দান করলেন। আমি তাকে গলা টিপে ধরেছিলাম। আমার ইচ্ছা হলো তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি যাতে সকাল বেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হলো আমার ভাই নবী সুলাইমানের দু'আর কথা। (তিনি দু'আ করেছিলেন) 'রাব্বিগফিরলি ওয়া হাবলি মুলকাল লা ইয়াম্‌বাগী লি আহাদিম্ মিম্ বা'দী'-হে প্রভু! তুমি আমাকে এমন রাজত্ব দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য যেন না হয়। (অর্থাৎ জ্বীন, বাতাস ও পশু-পাখির ওপর রাজত্ব করার ক্ষমতা, তাই আমি তাকে বেঁধে রাখা থেকে বিরত থাকলাম) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জ্বীনটিকে (আমার হাতে) লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিলেন-(সহীহ্ মুসলিম-২য় খণ্ড মসজিদ ও নামাজের স্থান অধ্যায়, হাদীস নং-১০৯৮)]

اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ .

৮৭. শয়তান আমাকে খুব কষ্ট ও আযাবের মধ্যে ফেলেছে। (সূরা ৩৮ সোয়াদ : ৪১)

[রোগাক্রান্ত ও যন্ত্রণায় হযরত আইউব (আ.)-আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ ফরিয়াদ করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'আর বরকতে তাঁকে পূর্ণ আরোগ্যতা দান করেন।]

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ.

৮৮. হে আল্লাহ্! আসমান ও যমিনের স্রষ্টা এবং গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব বিষয়ে ইলমের অধিকারী, তুমি তোমার বান্দাদের মধ্যে ঐসব বিষয়ে ফয়সালা করে দাও, যা নিয়ে তারা মতভেদ করছে। (সূরা ৩৯ আয-যুমার : ৪৬)

[নিজ জাতিকে শিরক মুক্ত করতে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের উত্থাপিত মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের সমাধানে মহান আল্লাহ্র দরবারে সাহায্য প্রার্থনায় রাসূল (সা.) এরূপ প্রার্থনা করেন। সহীহ হাদীসে এসেছে–রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর সূরা ফাতিহা শুরুর পূর্বে 'আল্লাহুম্মা রব্বা জিবরীল ওয়া মিকাইল'–বলে এই দু'আ পড়তেন–(জামে আত-তিরমিযী-৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩৫৪)]

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ، اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ، وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ، وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

৮৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি সকল কিছুকেই তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করেছো, অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথের অনুসরণ করে তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রবেশ করাও স্থায়ী জান্নাতে, যার অঙ্গীকার তুমি তাদের দিয়েছ এবং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরও। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। আর তুমি যাদের মন্দ কাজসমূহ থেকে রক্ষা করলে, তাদের মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করায় তারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হলো, এটাই তো মহাসাফল্য। (সূরা ৪০ আল-মু'মিন : ৭-৯)

[মু'মিন ও তওবাকারীকে ক্ষমা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত প্রদানের জন্য আল্লাহ্র আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দু'আ]

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ .

৯০. আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় চাচ্ছি সেসব অহংকারী ব্যক্তি থেকে যারা হিসাবের দিনের উপর ঈমান আনে না। (সূরা ৪০ আল-মু'মিন : ২৭)

[মিসরের যালিম শাসক ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে দ্বীনবদল ও দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগ এনে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করলে হযরত মূসা (আ.) এভাবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করেন।]

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ .

৯১. আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করলাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। (সূরা ৪০ আল-মু'মিন : ৪৪)

[ফেরাউনের সভাসদবৃন্দের মধ্যকার মু'মিন ব্যক্তির আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসার অভিব্যক্তি-যাকে এরূপ ভরসার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরাউনের সকল ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেছিলেন।]

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ .

৯২. পবিত্র মহান তিনি, যিনি এদের আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সক্ষম ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো। (সূরা ৪৩ আয-যুখরুফ : ১৩-১৪)

[যানবাহনে আরোহণকালে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে দু'আ পড়তে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশনা।]

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ . وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ .

৯৩. নিশ্চয়ই আমি আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভুর আশ্রয় প্রার্থনা করি, যাতে তোমরা আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পারো। তোমরা যদি আমার কথা না-ই মানো তবে আমার থেকে দূরে থাকো। (সূরা ৪৪ আদ-দুখান : ২০-২১)

[হযরত মূসা (আ.)কে ফেরাউনের লোকেরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তা থেকে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করে বলেন, اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ. 'এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়' (সূরা ৪৪ আদ-দুখান : ২২)। সহীহ্ হাদীসে এসেছে-আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর রাত্রে সূরা হা-মীম আদ দুখান পড়বে-তাকে মাফ করা হবে-(জামে আত-তিরমিযী-৫ম খণ্ড, আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন-কুরআনের ফযীলত অধ্যায়, হাদীস নং-২৮২৪)]

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৯৪. হে আমার প্রভু! আমাকে তওফিক দাও, আমি যেন তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যে অনুগ্রহ তুমি করেছো আমার প্রতি এবং আমার পিতামাতার প্রতি। আমাকে এমন ভাল কাজ (আমলে সালেহ) করার তওফিক দাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে, আর আমার জন্যে আমার সন্তানদের সৎ ও যোগ্য করে গড়ে তোল, আমি তোমার দিকে মুখ ফিরালাম এবং অবশ্যই আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা ৪৬ আল-আহকাফ : ১৫)

[আল্লাহ্র পছন্দনীয় জান্নাতের অধিবাসী সালেহ্ বান্দারা দুনিয়ায় ৪০ (চল্লিশ) বছরে পদার্পণ করে আল্লাহ্র নিয়ামতের পূর্ণ শুকরিয়া আদায় ও তওবাসহ পরিবারের সব সদস্যের দুনিয়া-আখিরাতের সকল বিষয়ে সফলতা প্রাপ্তিতে মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এরূপ দু'আ করে।]

اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ .

৯৫. আমি তো অসহায় হয়ে পড়েছি, তাই তুমি আমাকে সাহায্য কর। (সূরা ৫৪ আল-ক্বামার : ১০)

[নিজ জাতি কর্তৃক মিথ্যারোপ ও হুমকি দেয়ার পর হযরত নূহ (আ.) আল্লাহ্র নিকট এভাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন।]

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

৯৬. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এবং আমাদের ঐসব ভাইদের মাফ কর, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের জন্য কোন শত্রুতা রেখো না; হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বড়ই মেহেরবান, পরম দয়ালু। (সূরা ৫৯ আল-হাশর : ১০)

[অনুজ মুসলমানদের উচিত তাদের অগ্রজ মুসলমান ভাইদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্য এবং মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যাতে বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয় সে জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ প্রার্থনা করা।]

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

৯৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার উপর ভরসা করলাম, আমরা তোমারই অভিমুখী হলাম এবং তোমার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কাফিরদের জন্য নিপীড়নের পাত্র বানিয়ো না, আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা কর, হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি মহাশক্তিশালী, সুকৌশলী। (সূরা ৬০ মুমতাহিনা : ৪-৫)

[মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায় শিরকি কাজকর্মে লিপ্ত থাকায় তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ এভাবে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করেন এবং তাদের যাবতীয় অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে এভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করেন।]

رَبِّ لَوْ لَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ .

৯৮. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (সূরা ৬৩ আল-মুনাফিকুন : ১০)

[মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হবে-যাতে মৃত্যুর সময় এরূপ আফসোসপূর্ণ দু'আ করতে না হয়। কেননা মৃত্যুর ফয়সালা হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে আর অবকাশ দেন না।]

رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

৯৯. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য পূর্ণ করে দাও আমাদের নূর (জান্নাতে পৌঁছানো পর্যন্ত) এবং আমাদের ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা ৬৬ আত-তাহরীম : ৮)

[কিয়ামতের দিন ঈমানদাররা তাদের চূড়ান্ত পুরস্কার জান্নাতপ্রাপ্তির লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনায় এরূপ দু'আ করবে। সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রাতে তাহাজ্জুদের নামায শেষে এবং বাড়ি থেকে মসজিদে যাওয়ার সময় তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নূর প্রাপ্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেছেন- (জামে আত-তিরমিযী-৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ্ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৩৫৩)]

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ .

১০০. হে আমার প্রভু! তোমার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর বানাও, আর আমাকে মুক্তি দাও ফেরাউনের কবল থেকে এবং তার দুষ্কর্ম থেকে, আর আমাকে উদ্ধার কর যালিম জাতি থেকে। (সূরা ৬৬ আত-তাহরীম : ১১)

[ফেরাউনের অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়ে তার মুসলিম স্ত্রীর মৃত্যুপূর্ব আর্তনাদ-যা আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিমের জন্য অনন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এভাবে উদ্ধৃত করেছেন।]

يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ. عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ.

১০১. হায়, ধ্বংস আমাদের! নিশ্চয় আমরা ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী। আশা করা যায়, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় দিবেন, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম। (সূরা ৬৮ আল-ক্বালাম : ৩১-৩২)

[আল-কুরআনে বর্ণিত অহংকারী বাগানওয়ালারা ইন্শা-আল্লাহ্ বলা ছাড়া পরদিন বাগান থেকে ফল সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় বাগানের উপর বিপর্যয় সৃষ্টি করেন এবং পুরো বাগান ফসল কাটা উজাড় ক্ষেতের মতো হয়ে যায়। বাগানের করুণ অবস্থা দেখে তারা আল্লাহ্র দরবারে এরূপ অনুশোচনামূলক প্রার্থনা করে।]

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا. اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.

১০২. হে আমার প্রভু! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে ছেড়ে দিও না। তুমি যদি তাদের ছেড়ে দাও তারা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং তারা দুষ্কৃতিকারী কাফিরই জন্ম দিতে থাকবে। (সূরা ৭১ নূহ : ২৬-২৭)

[হযরত নূহ (আ.) তাঁর দীর্ঘ জীবনে নিজ জাতিকে শিরকমুক্তকরণে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্র করে এবং অত্যাচার নির্যাতন ও মিথ্যাচার করে। ফলে নূহ (আ.) আল্লাহ্র দরবারে এরূপ কঠিন বদদু'আ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের এ ফরিয়াদ কবুল করে তার সাথী অনুসারীদেরকে নৌকায় আরোহণ করিয়ে নিয়ে অবশিষ্ট সকলকে প্লাবনের পানিতে নিমজ্জিত করেন।]

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ، وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا.

১০৩. হে আমার প্রভু! তুমি ক্ষমা করে দাও আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, আর মু'মিন হয়ে যারা আমার ঘরে প্রবেশ করবে তাদের এবং সব মু'মিন পুরুষ ও নারীকে, যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করো না। (সূরা ৭১ নূহ : ২৮)

[নিজ পিতা-মাতাসহ সকল মু'মিন নর-নারীকে ক্ষমা করে দিতে আল্লাহ্‌র দরবারে হযরত নূহ (আ.)-এর প্রার্থনা।]

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

১০৪. বলো ঃ আমি আশ্রয় চাই ভোরের প্রভুর কাছে, সেসবের অনিষ্ট থেকে, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে-যখন তার অন্ধকার ছেয়ে যায়, আর সেসব নারী (বা) পুরুষের অনিষ্ট থেকে, যারা গিরায় ফুঁক দেয়। আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে। (সূরা ১১৩ আল-ফালাক : ১-৫)

[রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস (মু'আওবিযাতাইন)কে হাদীসে সবচেয়ে উত্তম 'তাবীজ'রূপে আখ্যায়িত করেছেন–উকবা ইবন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জুহফা ও আবওয়া নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যে সফরে ছিলাম। এ সময় হঠাৎ আমাদেরকে ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকার ও প্রবল বাতাস আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র নিকট 'সূরা আন-নাস' ও 'সূরা আল-ফালাক' পাঠ করে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং আমাকে বলেন ঃ হে উকবা! তুমিও এদের দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। এর চাইতে অধিক উত্তম তাবিজ আর কিছুই নাই। আমি নবী করীম (সা.)-কে এই দু'টি সূরার দ্বারা নামাযের ইমামতি করতেও শ্রবণ করেছি–(আবু দাউদ শরীফ-২য় খণ্ড, কিতাবুস সালাত অধ্যায়, হাদীস নং-১৪৬৩)। উকবা ইবন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'সূরা আন-নাস' ও 'সূরা আল-ফালাক' পড়ার নির্দেশনা প্রদান করেছেন–(জামে আত-তিরমিযী-৫ম খণ্ড, আল-কুরআনের ফযীলত অধ্যায়, হাদীস নং-২৮৩৮, আবু দাউদ শরীফ– ২য় খণ্ড, কিতাবুস সালাত অধ্যায়, হাদীস নং-১৫২৩ এবং সুনানু নাসায়ী শরীফ-২য় খণ্ড, সালাত আরম্ভ করা অধ্যায়-হাদীস নং-১৩৩৯)।

বিশেষভাবে ফজর ও মাগরিবের পর এ দু'টি সূরা ৩ (তিন) বার করে পড়লে-'তা ঐ ব্যক্তির প্রতিটি ব্যাপারের জন্য অথবা সব ধরণের বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করতে যথেষ্ট হবে'-বলেও উল্লেখ করেছেন-আব্দুল্লাহ্ ইবনে খুবাইব (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমরা ঝড়-বৃষ্টিপূর্ণ এক অন্ধকার রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সন্ধানে বের হই-যাতে তিনি আমাদের নামায পড়ান। আমরা তার সন্ধান পেলে তিনি (সা.) বলেন, বল। তখন আমি কিছু বলি না। তিনি আবার বলেন, বল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কী বলবো? তিনি (সা.) বলেন, তুমি বল-'কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ', 'কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযুবি রাব্বিন নাস'। তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় এ তিনটি সূরা ৩ (তিন) বার করে পাঠ করলে তা তোমাকে সব ধরণের বিপদ থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট হবে-(জামে আত-তিরমিযী-৬ষ্ঠ খণ্ড, আবওয়াবুদ দাওয়াত-দু'আ বিষয়ক অধ্যায়, হাদীস নং-৩৫০৬, আবু দাউদ শরীফ-৫ম খণ্ড, নিদ্রা সম্পর্কিত অধ্যায়, হাদীস নং-৪৯৯৬ এবং সুনানু নাসাঈ শরীফ-৫ম খণ্ড, আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করা-অধ্যায়, হাদীস নং-৫৪২৯)।

উকবা ইবন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ আমার উপর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মত আর কোন আয়াত দেখা যায় না, আর তা হলো সূরা আল-ফালাক এবং সূরা আন-নাস শেষ পর্যন্ত-(সহীহ্ মুসলিম ৩য় খণ্ড, আল-কুরআনের মর্যাদা অধ্যায়, হাদীস নং-১৭৬৮, ১৭৬৯, জামে আত-তিরমিযী-৫ম খণ্ড, আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন-কুরআনের ফযীলত অধ্যায়, হাদীস নং-২৮৩৭ এবং সুনানু নাসাঈ শরীফ-৫ম খণ্ড, আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করা-অধ্যায়, হাদীস নং-৫৪৪১)। জাবির ইবন আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বলেন ঃ হে জাবির! পড়। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আমি কী পড়বো? তিনি বললেন ঃ তুমি পড়-'কুল আউযুবি রাব্বিল ফালাক', কুল আউযুবি রাব্বিন্নাস'-তখন আমি উভয় সূরা তিলাওয়াত করলাম। তিনি বললেন ঃ আরও তিলাওয়াত কর, এর মতো আর কোন সূরা তিলাওয়াত করবে না-(সুনানু নাসাঈ শরীফ-৫ম খণ্ড, আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করা-অধ্যায়, হাদীস নং-৫৪৪২)।

অপর সহীহ্ হাদীসে রয়েছে-আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিজনদের কারো কোন অসুখ হলে তিনি সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস (মু'আওবিযাতাইন) পড়ে তার ওপর ফুঁক দিতেন। যে রোগে তিনি ইনতিকাল করেন, তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়লে আমি তাঁর ওপর ফুঁ দিতে থাকলাম এবং তাঁর হাত দিয়ে তাঁকে মলে দিতে থাকলাম। কেননা তাঁর হাত আমার হাত অপেক্ষা বরকতময় ছিল-(সহীহ মুসলিম-৭ম খণ্ড, কিতাবুস সালাম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক দেয়া ভাল, হাদীস নং-৫৫৫১)। এছাড়াও আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রত্যেক রাত্রে তাঁর বিছানায় শয়নের আগে নিজের দু'হাতের তালু একত্রিত করতেন। এরপর দু'হাতের তালুতে সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে নিজের সমস্ত শরীর, মাথা, চেহারা সম্ভবপর সবকিছুই ৩ (তিন) বার মাসেহ্ করতেন-(আবু দাউদ শরীফ-৫ম খণ্ড, নিদ্রা সম্পর্কিত অধ্যায়, হাদীস নং-৪৯৭২)]

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. اِلٰهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ .

১০৫. বলো ঃ আমি আশ্রয় চাই মানব জাতির প্রভুর নিকট, মানব জাতির সম্রাটের নিকট, মানব জাতির ত্রাণকর্তার নিকট, কুমন্ত্রণাদাতা খান্নাসের অনিষ্ট থেকে (সে খান্নাস থেকে) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের মনে, সে জ্বীনের মধ্য থেকে হোক কিংবা মানুষের মধ্য থেকে। (সূরা ১১৪ আন-নাস : ১-৬)

هٰذَا مَا عِنْدِىْ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ. سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ . رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ ، وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ. اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَااُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ . وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ . اَللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ . وَارْفَعْنَا بِالْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ . اَللّٰهُمَّ انِسْ وَحْشَتِىْ فِىْ قَبْرِىْ . اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً . اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِىْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَاٰنَآءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَّارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اِيْمَانًا كَامِلًا خَالِيًا مِّنْ شَوَاءِبِ الشِّرْكِ. اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وُجُوْهَنَا بِرَحْمَتِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ . اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنَا فِىْ ظِلِّكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اٰمِيْن.

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২. তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (১-৩) খণ্ড, মুফ্তী মুহাম্মদ তকী উসমানী, মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা।

৩. পবিত্র কুরআনুল করীম, মূল : তফসীরে মা'আরেফুল ক্বোরআন, হযরত মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ শাফী (রহ.), অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মহিউদ্দীন খান।

৪. তরজমায়ে কুরআন মজীদ, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

৫. কুর'আনুল করীম (বাংলা তাফসীর), প্রফেসর ড. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব।

৬. আল-কুরআন (সহজ বাংলা অনুবাদ), মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি, ঢাকা।

৭. আল-কুরআন (বাংলা অনুবাদ), মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা।

৮. তরজমাতুল কুরআন, আল-মারকাজুল ইসলামী, ঢাকা।

৯. মু'জামুল কুরআন, মু'জামুল কুরআন সম্পাদনা পরিষদ, ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

১০. তাফসীরে ইবনে কাছীর-৩য় খণ্ড, অনূদিত : অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১১. সহীহ্ আল-বুখারী-১ম খণ্ড, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

১২. সহীহ্ আল-বুখারী-৫ম খণ্ড, সম্পাদনা : অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

১৩. সহীহ্ আল-বুখারী-৬ষ্ঠ খণ্ড, অনুবাদ পরিষদ, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

১৪. সহীহ্ মুসলিম-১ম খণ্ড, সম্পাদনা : অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

১৫. সহীহ্ মুসলিম-২য় খণ্ড, সম্পাদনা : অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

১৬. সহীহ্ মুসলিম-৩য় খণ্ড, সম্পাদনা : অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

১৭. সহীহ্ মুসলিম-৪র্থ খণ্ড, অনুবাদ : মাওলানা আ স ম নূরুজ্জামান. সম্পাদনা : অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

১৮. সহীহ্ মুসলিম-৮ম খণ্ড, সম্পাদনা : মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

১৯. জামে আত-তিরমিযী-৪র্থ খণ্ড, অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা ও মুহাম্মদ শামসুল আলম খান, সম্পাদনা : মুহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

২০. জামে আত-তিরমিযী-৫ম খণ্ড, সম্পাদনা : মুহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

২১. জামে আত-তিরমিযী-৬ষ্ঠ খণ্ড, অনুবাদ : মাওলানা আফলাতুন কায়সার ও মুহাম্মদ মূসা, সম্পাদনা : মুহাম্মদ মূসা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

২২. আবু দাউদ শরীফ-২য় খণ্ড, সম্পাদনা : অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, তরজমা : ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৩. আবু দাউদ শরীফ-৩য় খণ্ড, সম্পাদনা : অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, তরজমা : ড. আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৪. আবু দাউদ শরীফ-৫ম খণ্ড, অনুবাদ : ডঃ আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক, সম্পাদনা : অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ ও অধ্যাপক আবদুল মালেক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৫. সুনানু নাসাঈ শরীফ-২য় খণ্ড, অনুবাদ : মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদনা : অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও মাওলানা মাহবুবুল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৬. সুনানু নাসাঈ শরীফ-৫ম খণ্ড, অনুবাদ : মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, সম্পাদনা : অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও ডঃ আ ফ ম আবু বকর সিদ্দীক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৭. সুনান ইবনে মাজা-১ম খণ্ড, অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

২৮. সুনান ইবনে মাজা-৩য় খণ্ড, অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

২৯. সুনান ইবনে মাজা-৪র্থ খণ্ড, অনুবাদ : মুহাম্মদ মূসা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

৩০. আল-কুতুবুস্ সিত্তাহ্ (আরবী), সালেহ বিন আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম আলী শায়েখ, দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদি আরব।

৩১. মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র.)-প্রথম খণ্ড, অনূদিত : মুহাম্মদ জিয়াউল করীম ইসলামাবাদী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩২. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব-২য় খণ্ড, অনুবাদক : হাফেজ মাওলানা আকরাম ফারুক, হাসনা প্রকাশনী, ঢাকা।

৩৩. আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা।

جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا

'হে আমাদের প্রভু! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি তবে সে জন্য তুমি আমাদের শাস্তি দিও না, হে আমাদের প্রভু! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, হে আমাদের প্রভু! এমন ভার অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক; সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর'। (আমীন)

-সূরা ২ আল-বাকারা : ২৮৬

'অবশ্যই আমার প্রভু অতি নিকটে এবং ডাকে সাড়াদানকারী'।

-সূরা ১১ হুদ : ৬১

'নিশ্চয়ই আমার প্রভু দু'আ শুনে থাকেন'।

-সূরা ১৪ ইব্রাহীম : ৩৯

'হে আমাদের প্রভু, আমার দু'আ কবুল কর'।

-সূরা ১৪ ইব্রাহীম : ৪০

'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো'।

-সূরা ৪০ আল-মু'মিন : ৬০

'হে আমার প্রভু! আমাকে তওফিক দাও, আমি যেন তোমার নিয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছো আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি। আর আমি যেন এমন ভাল কাজ (আমলে সালেহ) করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে, আর আমার জন্যে আমার সন্তানদের সৎ ও যোগ্য করে গড়ে তোল, আমি তোমার নিকট তওবা করছি এবং অবশ্যই আমি মুসলিমদের (আত্মসমর্পণকারী) অন্তর্ভুক্ত'।

-সূরা ৪৬ আল-আহকাফ : ১৫

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা